ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 August 2021 ■ আগরতলা ১১ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লীতে লড়াই চললেও আমবাসায় ফের পাঁচ তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার, জেলে প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। দিল্লীতে লড়াই চললেও আমবাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ কর্মীকে। সম্প্রতি আমবাসায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে শাসক দলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সেই সময় পুলিশ চৌদ্দজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল। ঘটনার পর দিল্লীতে সংসদের ভেতরে ও বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। এই সংঘর্ষের ঘটনায় পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরার আমবাসাকে তুলে ধরা হয়েছিল জাতীয় রাজধানী দিল্লীতে।

রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ তৃণমূল কর্মীকে সাতদিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। তাতে ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নেই বলে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মলয় ঘটক। এদিকে, তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতারের ঘটনায় টুইটারে অতি সরব হয়েছেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় বিজেপি ভয় পেয়েছে, তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ তৃণমূল কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁদের আজ মঙ্গলবার ধলাই জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে আমবাসা পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তমাল বসু, পঙ্কজ দেবনাথ, উত্তম কলই, লিটন মালাকার এবং মিঠুন বিশ্বাসকে গতকাল মধ্যরাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় তীব্র বিষোদগার প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, যারা হামলা করল তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আক্রান্তদের পুলিশ গ্রেফতার করছে। আজও বাড়ি থেকে তৃণমূল কর্মীদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাতে প্রমাণিত, বিজেপি ভয় পেয়েছে।

গত শনিবার আমবাসা বেতবাগান এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ওই সংঘর্ষে তৃণমূল কর্মীরা আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল নেত্রী জয়া দত্ত বিজেপি কর্মীর বাইক ভাংচুরের এক ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকেই তৃণমূলের অন্তর্কন্দল নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এমন-কি কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে চিহ্নিত করে সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের ছবি প্রচারিত হয়েছে। তাঁরা তৃণমূল কর্মী হিসেবেই এলাকায় পরিচিত।

গতকাল মধ্যরাতে আমবাসা থানার পুলিশ ওই সংঘর্ষের ঘটনার সাথে জড়িত অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। এতে টুইটে গলা ফাটালেন কুণাল ঘোষ। টুইটে তাঁর বার্তা, রাত থেকে খবর আসছে আমবাসা এলাকার তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি থেকে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাউকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে গ্রেফতার করা হচ্ছে। কোর্টে তোলা হবে। সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা, মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাণ্ডব চলছে। তিনি প্রশ্ন তুলেন, কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন এখন কোথায়?

সাথে তিনি আরও যোগ করেন, পুলিশি সন্ত্রাস চলছে আমবাসায়। যারা মারল, এতে কর্মীরা জখম হল, পুলিশ তাদের ধরেছিল। রাত থেকে আরও অন্তত পাঁচ কর্মীকে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, বিজেপির আক্রমণে পুলিশকর্মীর চোখ জখম হয়েছে। অথচ তারা মুক্ত। এতে প্রমাণিত ভয় পেয়েছে বিজেপি।

এদিকে, আজ ধলাই জেলা আদালতে পুলিশ তাঁদের সোপর্দ করেছে। এ-বিষয়ে পিপি রতন দত্ত বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল থেকে রাতের কারফিউ দশটা থেকে ভোর পাঁচটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাত্রীকালীন কারফিউর সময় সন্ধ্যা সাতটার পরিবর্তে রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করা হয়েছে। আগামী ১২ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তা জারি থাকবে বলে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে মঙ্গলবার। এছাড়া বাকি সমস্ত বিধিনিষেধ পূর্বের নির্দেশিকা মতোই থাকবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে করোনার সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সাথে কমেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও।

দেশব্যাপী এনআরসি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি : নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): দেশব্যাপী জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ (এনআরসি)-এর প্রস্তুতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার সংসদে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। যদিও তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে জনগণনার প্রথম দফার সঙ্গেই, নাগরিকত্ব আইনের (১৯৫৫) অধীনে জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ আপডেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বিশ্রামগঞ্জে রেল লাইনে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রেল লাইনে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে বিশ্রামগঞ্জে। পুলিশের বক্তব্য, ঘটনাটি আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় জনগণ রেল লাইনে দুই যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের মতে, দুই যুবক এই এলাকার বাসিন্দা নন। তবে রেল লাইনে মৃতদেহ কীভাবে এসেছে তাকে ঘিরে ধোঁয়াশা এবং কৌতূহল বেড়েছে।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, রেলে কাটা পড়ে ওই দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা হচ্ছে, রেলে কাটা পড়েছে ওই দুই যুবক। অবশ্য মৃত্যুর পেছনে অন্য কারণও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। ফলে তদন্তক্রমে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা হবে বলে দাবি পুলিশের।

কিস্তির টাকা না দেয়ায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকের বাড়ি ক্রোক করল ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। কিস্তির বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দেওয়ায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকের বাড়ি ক্রুক করার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় ডেপুটেশন প্রদান করেছে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠন।পতিতাকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক চড়িলাম শাখায় মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় ডেপুটেশন প্রদান করেছে ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।তাদের দাবি রাজ্য সরকার করোনা পরিস্থিতিতে ঘোষণা করেছে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লোনের ইএমআই দিতে হবে না। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে বলে ১০৩২৩ শিক্ষকদের। ঋণের কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। গত বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক চড়িলাম শাখার পক্ষ থেকে ১০৩২৩ এর গ্রেজুয়েট শিক্ষক বিজয় দেববর্মার বিশ্রামগঞ্জ মাস্টারপাড়া বাড়ির সামনে একটি পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িটি নাকি ক্রুক করেছে ব্যাংক। কোন রকম ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি ব্যাংকের তরফ থেকে এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিজয় দেববর্মা। যদিও চাকরি যাবার পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্লাস্টিকের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তি, মাটির চায়ের কাপ বিতরণ অন্যতম লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাজ্যে মৃৎশিল্পীদের আর্থিক সমৃদ্ধি, প্লাস্টিকের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তি, মাটির চায়ের কাপ বিতরণকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ মঙ্গলবার চা বিক্রেতাদের বিনামূল্যে মাটির চায়ের কাপ বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ-কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, স্বচ্ছ ভারত গড়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেখেছেন, সেই লক্ষ্যে সুস্থ, স্বচ্ছ ও প্লাস্টিকমুক্ত নির্মল ত্রিপুরা গড়তে আমরা কাজ করছি। তাঁর দাবি, পরিবেশ-বান্ধব সমাজ গড়াই আমাদের লক্ষ্য। তাই, প্লাস্টিকের পরিবর্তে মাটির পাত্রের ব্যবহারে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, পরিবেশ-বান্ধব মাটির পাত্রের ব্যবহার বাড়াতে খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের উদ্যোগে ও আগরতলা পুর নিগমের সহায়তায় আজ চা বিক্রেতাদের মধ্যে বিনামূল্যে মাটির চায়ের কাপ বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে মৃৎশিল্পীদের আর্থিক সমৃদ্ধি হবে ও প্লাস্টিকের নেতিবাচক প্রভাব থেকে পরিবেশ রক্ষা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

তাঁর বক্তব্য, বিগত দিনে এমন মানসিকতা তৈরি করা হয়েছিল যে ত্রিপুরার শিল্পীদের তুলনায় বহিঃরাজ্য থেকে আমদানিকৃত পণ্যের গুণমান উন্নত। কিন্তু এখন আমরা নতুনভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার চা বিক্রেতাদের বিনামূল্যে মাটির চায়ের কাপ বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

রেগার কাজ নিয়ে অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ আগস্ট।। এবার রেগার কাজে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ উঠলো কদমতলা ব্লকাধীন কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তীর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব এবং প্রধানের বিরুদ্ধে। দাবি সুষ্ঠ তদন্তের। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনৈক ওয়াব আলী নিজের পকেটের অর্থ ব্যয় করে নিজ বাড়িতে ডজার দিয়ে মাটি কাটান।

কিন্তু সানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই কাজকে পঞ্চায়েতের ল্যান্ড লেভেলিং কাজ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাথ করেছে বলে অভিযোগ।রেগা প্রকল্পে ভুয়া ল্যান্ড লেভেলিং এর কাজ দেখিয়ে অর্থ নয়ছয় নিয়ে কদমতলা ব্লকের বিডিও এর নিকট লিখিত ভাবে অভিযোগ জানালেও কদমতলা ব্লকের বিডিও এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েত রেগা প্রকল্পের অর্থ নয়ছয়ের ঘটনা সামনে আসতেই গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেও নিচুঁ স্তরে এক শ্রেনীর নেতা এবং সরকারী কর্মচারী পরিকল্পনা মাফিক দুর্নীতিতে জরিয়ে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের জনৈক ওয়াব আলী পিতা তেরাব আলি অভিযোগ করে বলেন, বছর খানেক পূর্বে তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কমছে দৈনিক সংক্রমণ সাথে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২০৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, দুজনের মৃত্যু এবং ২১০ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার ২.৫৮ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১,৮৩২।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,১৪০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬,৮০৭ জনকে নিয়ে মোট ৭,৯৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ২৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৭৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২০৫ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ২.৫৮ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২১০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১,৮৩২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮০,৪১৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৭,৭৪৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৯৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৬.৭৬ শতাংশ। এদিকে, ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুরক্ষিত ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। সুরক্ষিত এবং পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এতে স্থানীয় মানুষ রসনাতৃপ্তির সাথে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর এবং এফএসএসএআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইট রাইটস ক্যাম্পাস (ইআরসি) এবং ক্লিন স্ট্রিট ফুড হাব (সিএসএফএইচ) গঠনের মাধ্যমে খাবারের গুণমান এবং পুষ্টিকর দিক বজায় রাখা হবে। ত্রিপুরার মুখ্যসচিব কুমার অলক এক টুইট বার্তায় এমনটাই জানিয়েছেন।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, স্বাস্থ্য দফতর এবং এফএসএসএআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নাগরিকদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রচার চালানো হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় সচিবালয় ক্যান্টিন, উদয়পুরে খিলপাড়া আবাসিক গৃহ এবং ধর্মনগর রেল স্টেশনকে ইআরসি এবং বটতলা থেকে পোস্ট অফিস চৌমুহনি এলাকা সিএসএফএইচ হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে।

এ-বিষয়ে পরিবার কল্যাণ ও রোগ-প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, এই প্রকল্পের অধীনে তিনটি স্থান চিহ্নিত হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের বৈঠকে সিলমোহর পড়েছে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সারা রাজ্যে আরও স্থান চিহ্নিত করা হবে। সেখানে ইআরসি এবং সিএসএফএইচ-র সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করা হবে।

শান্তিরবাজার পুর এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট, নীরব প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না নাগরিকরা। তাতে জটিল সমস্যায় পড়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। এ বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই প্রশাসনের কর্মকর্তাদের।

শান্তির বাজার পুর পরিষদ এলাকায় দীর্ঘ ১০ দিন যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানা যায় ,শান্তির বাজার পুর এলাকায় বসবাসকারী লোকজনদের জন্য পানীয় জলের যে প্লান্ট রয়েছে তা বিগত ১০ দিন যাবৎ বিকল হয়ে রয়েছে। প্লান্টে মোটরগুলি বিকল হয়ে যাওয়ায় পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে লোকজনেরা। জানা যায় ,শান্তির বাজার পুর এলাকার প্লান্টটি চালানোর জন্য কর্মী স্বল্পতাও রয়েছে। প্লান্ট চালানোর জন্য কোনো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আক্রান্ত বিজেপি জনজাতি মোর্চার কর্মী, অভিযুক্ত তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাজ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। ত্রিপ্রা মথা দলের দুষ্কৃতীদের হাতে সোমবার রাতে আক্রান্ত বিজেপি জনজাতি মোর্চার এক কর্মী ও তার পরিবার। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন হাজরা পাড়া এলাকায়। আহত কর্মীর নাম অষ্টরাম রিয়াং।

সোমবার মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় তিপরা মথা দলের এক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দলের কর্মীরা কর্মসূচি থেকে ফিরে যাবার পথে সঞ্জিত রিয়াং-এর নেতৃত্বে জনাকয়েক দুষ্কৃতী হাজরা পাড়ার বাসিন্দা অষ্টরাম রিয়াং-এর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

এতে গুরুতর ভাবে আহত হয় অষ্টরাম রিয়াং। মঙ্গলবার আহত অষ্টরাম রিয়াংকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য তার পরিবারের লোকজনেরা। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে রাবার বাগানে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। বিশালগড় থানা এলাকার বংশী বাড়িতে এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি রাবার বাগানে ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় থানা এলাকার বংশী বাড়ির একটি রাবার বাগান থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেল পাঁচটায় নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় এক গৃহবধূ। নাম প্রিয়া দেববর্মা। বাড়ি বিশালগড়ের লালসিংমুড়া বংশী বাড়ি এলাকায়। বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও এই গৃহবধূর কোন হদিস পায় নি। পরবর্তী সময়ে আজ ভোরে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি রাবার বাগানে নিখোঁজ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন।

সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠায় পরিবারের লোকজনের কাছে।পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় রাবার বাগানের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে গৃহবধূর মৃতদেহ।।তৎক্ষণাৎ খবর পাঠানো হয় বিশালগড় মহিলা থানায় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ গাছ থেকে নামিয়ে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওবিসি তালিকা তৈরির ক্ষমতা ফিরে পেতে চলেছে রাজ্যগুলি, লোকসভায় পাশ সংবিধান সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.)।। লোকসভায় পাশ সংবিধান সংশোধনী বিল। রাজ্যগুলির হাতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) তালিকা তৈরির ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার লোকসভায় সংবিধানের সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার কোনও রকম বিরোধিতা ছাড়াই পাশ হল সংবিধানের ১২৭ তম সংশোধনী।

কেন্দ্রের আনা এই ওবিসি বিল আসলে সংবিধানের ১২৭ তম সংশোধনী। এই বিল আইনে পরিণত হলে, এরপর থেকে রাজ্য সরকারগুলিও অন্যান্য অনগ্রসর জাতিতে কাদের কাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা চিহ্নিত করতে পারবে। এই বিলটি কেন্দ্র পেশ করেছিল মূলত ২০১৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে অকেজো করতে। ২০১৮ সালে মারাঠা সংরক্ষণ মামলায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, ওবিসি কারা হবেন, তা শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকারই নির্ধারণ করতে পারবে। এর ফলে অনেক রাজ্যেই পিছিয়ে পড়া বহু সম্প্রদায় সংরক্ষণের আওতা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছিল।

এমনিতে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানোর জন্য সংসদে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেইসঙ্গে যতজন সাংসদ হাজির আছেন, তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশকে বিলের পক্ষে ভোট দিতে হয়। তবে এদিন বিলের পক্ষে ভোট দেন ৩৮৫ জন সাংসদ। বিপক্ষে কোনও ভোট পড়েনি। কেবল কেন্দ্রের পেশ করা বিলটিতে শিব সেনা একটি সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু, শিব সেনার সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। লোকসভায় ওবিসি আইন পাশ হওয়ার পর এবার রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করবে কেন্দ্র। সেখানে সবুজ-সংকেত পেলে রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে বিলটি।

এদিকে, আজ সংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ১২ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। সেই রাজ্যগুলি হল - উত্তরাখণ্ড, গুজরাত, কর্নাটক, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মিজোরাম, জম্মু ও কাশ্মীর, গোয়া, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলাঙ্গানা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯২ ▫ ১১ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ২৫ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

স্বস্তি ফিরিতেছে

রাজ্যে করোণা পরিস্থিতি আরো কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সরকার ও প্রশাসন রাত্রিকালীন কারফিউ আরো কিছুটা শিথিল করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। আগামী ১২ আগস্ট হইতে রাত্রিকালীন কারফিউ আরো কিছুটা পিছাইয়া রাত ১০ টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করা হইয়াছে। তাহাতে জনজীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়া আসিবে।তদুপরি মহামারী বোধহয় আরও কিছুকাল থাকিয়া যাইবে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর চাপ বাড়িবে। সংক্রামিত হইবে মানুষ। প্রাণহানি ঘটিবে। বিপর্যস্ত হইবে বহু পরিবার। রুখিয়া দেওয়ার একমাত্র উপায় টিকাকরণ। তবে এর মধ্যেই ফের চালু হইতে পারে বন্ধ হইয়া যাওয়া ব্যবসা বাণিজ্য। পুনরুদ্ধার হইয়া যাইতে পারে নষ্ট হইয়া যাওয়া আত্মবিশ্বাস। যে অর্থনীতিটা নুইয়া পড়িয়াছিল সেটা বৃদ্ধির পথে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে।

মর্যাদার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকাটাই জীবন। । এই আর্থ-সামাজিক দিকটাকে সামনে রাখিলে দেখা যায় যে শিক্ষায় ঘাটতিটা আরও ভয়াবহ রকমের। ১৬ মাস যাবৎ বেশিরভাগ রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধই রহিয়াছে। এই পর্বে আমরা অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, অটোমেটিক প্রোমোশন, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পরীক্ষা ছাড়াই পাশের ক্ষেত্রে গ্রেড প্রদান প্রভৃতির সাক্ষী রইয়া গেলাম।

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচার করিলে

দেখা যাইবেএকটি গড়পড়তা ভারতীয় শিশু শিক্ষায় ঘাটতি দিয়াই তাহার জীবন শুরু করে। ১৬ মাস কিংবা তারও বেশি সময় যদি সেই শিশুটির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক না-থাকে, তাহা হইলে ওই শিশু শিক্ষার্থী পিছাইয়া যাইতে বাধ্য। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলো পাশে দাঁড়াইয়াছে। জাতি হিসাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছি আমরা।এই বিপর্যয় কাটাইয়া ওঠিবার

কোনও উপায় সন্ধানও করিনি আমরা।স্কুলগুলো শিগগির খুলিতেই হইবে। স্কুল খলিফা আগেই শিশুদের অবশ্যই ভ্যাকসিন দিতে হইবে। অর্থনীতি, শিক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ অথবা উৎসব প্রভৃতি প্রতিটা ব্যাপারে যে সমস্যা রহিয়াছে তাহা হইতে বাহির হইয়া আসার একমাত্র উপায় হইলটিকাকরণ। সমস্ত ভারতবাসীর টিকাকরণ যতক্ষণ না সম্ভব হইতেছে ততক্ষণ আমরা 'স্টার্ট-স্টপ মোডে' রহিয়া যাইব।ফলে আমরা কোনওভাবে এগোতে পারিব না।

পরিতাপের বিষয় এই যে, টিকাকরণ অভিযান শুধু নির্ঘণ্টের দিক থেকে পিছাইয়া নাই, এর মধ্যে সমতার অভাবটাও প্রকট। প্রখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষক এবং উদ্বিগ্ন নাগরিক মিলিয়া পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি ১৭ মে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে এই টিকাকরণে বৈষম্যের কথাগুলো তুলিয়া ধরিয়াছেন। ধনী রাজ্য আর গরিব রাজ্যের ক্ষেত্রেও বৈষম্যটা মারাত্মক। সরকারের ভূমিকার বিচার অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা কী পেলাম তাহার নিরিখে: সংক্রমণ কি সরকার রোধ করিতে পারিয়াছে? কমাইতে পারিয়াছে কি মৃতের সংখ্যা? আগামী ডিসেম্বরের ভিতরে সমস্ত পূর্ণবয়স্ক নাগরিকের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করিবে বলিয়া সরকার নিজেই ঘোষণা করিয়াছে। এই লক্ষ্যপূরণে কতটা অগ্রসর হইয়াছে সরকার? তাহা বিবেচনা করিয়া আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্থির করিতে হইবে। তা সম্ভব হইলে বাস্তব সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ মিলিবে।

রাজ্যপালের নিজের কোনও অস্তিত্ব নেই, কটাক্ষ ফিরহাদের

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.): ফের তৃণমূল বনাম রাজ্যপাল সংঘাত তুঙ্গে। মঙ্গলবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক তথা পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ”রাজ্যপালের নিজের কোনও অস্তিত্ব নেই ”।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, ' রাজ্যপালের নিজের কোনও অস্তিত্ব নেই। তিনি বিজেপির কথায় চলেন। তাই নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে তিনি কোন টুইট বা কোন কথা বলেননি। তার একটাই কারণ তার ওপর অমিত শাহের চাপ রয়েছে। তাই সত্যি কথা তিনি কখনওই বলতে পারবেন না । এরপরে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, ” রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ কোনও মহিলাকে সম্মান করতে জানেন না। এমনকি নিজের দলের মহিলাদের সম্মান করতে জানেন না। তাই তাদের প্রতি কটুক্তি ব্যবহার করছেন। যেখানে পশ্চিমবাংলায় নারীকে মাতৃ রূপে গণ্য করা হয় সেখানে নারীদের প্রতি কটুক্তি করছেন ”।

মুকুল মামলায় স্পিকারকে ১২ আগস্টের মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র চেয়ারম্যান পদে মুকুল রায়কে বসানোর ব্যাপারে স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। ১২ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানির যে দিন ধার্য করা হয়েছে, তার মধ্যেই হলফনামা জমা দিতে হবে।

হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার ওই দিন ধার্য করে। স্পিকারের হয়ে সওয়াল করছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। তিনি মঙ্গলবার আদালতে জানান, এ নিয়ে তাঁদের আরও অনেক কিছু বলার রয়েছে। তাই হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য তিনি আদালতের কাছে আরও দু''সপ্তাহ সময় দেওয়ার আর্জি জানান। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ১২ আগস্টের মধ্যেই হলফনামা জমা দিতে হবে। নিয়ম না মেনে পিএসি চেয়ারম্যান পদে মুকুল রায়কে বসিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, এই অভিযোগে স্পিকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। সওয়ালে বিজেপি বিধায়কের তরফে আইনজীবী কে এস নরসিংহ বলেন, "সংসদীয় ব্যবস্থায় স্পিকার এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন কি না, খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই মামলাটির শুনানি হোক বুধবারই।" ঠিক হয়েছে পরবর্তী শুনানি হবে বৃহস্পতিবার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সেরা জেলা হাসপাতালের তকমা পেল এম আর বাঙ্গুর

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই শহরের একাধিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে চিকিৎসায় গাফিলতির থেকে রোগী হয়রানির অভিযোগ। বিভিন্ন সময় শহরের একাধিক হাসপাতাল উঠেছে কাঠগড়ায়। তবে, এরই মাঝে সেরা জেলা হাসপাতালের তকমা পেল এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল।

গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে, নানান সময়ে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে নানান অভিযোগ। এরই মাঝে এবার করোনা যুদ্ধে নিরন্তর কাজ চালিয়ে মানুষকে সুস্থ করায় এবার এই সব কাজের স্বীকৃতি পেল এম আর বাঙ্গুর। দেশের সেরা জেলা হাসপাতালের তকমা পেল এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল।

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের শেষযাত্রা

কাঞ্চন বসু

এ ঘরে ফুরালো খেলা / এল দ্বার রুধিব শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে এক দুঃখ ও বিষাদ ভরা দিন। যাতে ঘরের প্রদীপ নিভে না যায় তাই আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথকে বাইরে নিয়ে আসার জন্য সবরকম আন্তরিক প্রয়াস। কবি অবশ্য বেদনার্ত বোধ করতেন দণস্থায়ী অস্তিতর জালে বন্ধা থাকতে, বরং নিশান্তের যাত্রী তিনি 'চৈতন্যসাগর তীর্থপথে'।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আমাদের আনন্দ, আবেগ আর বিষাদ অন্তহীন। দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতনের উদয়ন বাড়ি থেকে জোড়ার্সাকোতে রবীন্দ্রনাথের শেষযাত্রার এবার ৭৯ বছর পূর্ণ হল। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের যে দীর্ঘ নিবিড় সম্বন কবির চলে যাওয়ার আগের মুহূর্তে তা এক করুণ ও বিষাদের ঢেউ হয়ে জেগে ওঠে। আশ্রম ছেড়ে আশ্রমবাসীদের এক বিষাদময় আবহের মধ্যে চিকিৎসার জন্যই কবিকে নিয়ে যেতে হল কলকাতায়।

১৯৪১ সালের জুলাই মাস। কবি তখন ভীষণ অসুস্থ। আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তেই বর্ষার শোভা প্রত্যক্ষ করার জন্য দারুণভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তখন উত্তরায়ণের "উদয়ন" বাড়ির দোতলায় কবি কক্ষে তাকে নিয়ে আসা হল। সেখানে বসেই কবি তর প্রিয় ঋতু বর্ষার প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন। সে বছর ১৬ জুলাই ডা. বিধানচন্দ্র রায় তার সহকারী কয়েকজন চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা বলতে। ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও তার সহযোগীদের নিয়ে যাওয়া হল কবির ঘরে। সব নীরবতা ভেঙে ডা. বিধানচন্দ্র রায় কবিকে বলেনত্ত আপনি আগের থেকে একটু ভালো আছেন। সে কারণে অপারেশনটা করিয়ে নিতে পারলে ভালো হবে। আর আপনিও সুস্থ বোধ করবেন। ধীরে ধীরে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। তখন কবির ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও আশ্রমসচিব, খ্যাতকীর্তি শিল্পী সুরোথ কর কবিকে সেবা করার জন্য কয়েকজনকে নির্বাচিত করেন। উদয়ন বাড়িতে কবিকে রোগশয্যায় সেবা করার দুর্লভ সৌভাগ্য পান সুরেন্দ্রনাথ কর, বীরেন্দ্রমোহন সেন, অনিল চন্দ, বিশ্বরূপ বসু ও সুধাকান্ত রায় . চৌধুরী।

মহিলাদের মধ্যে ছিলেন নন্দিতা কৃপালনী, রানি মহলানবিশ ও রানি চন্দ্র প্রমুখ। এঁনাদের মধ্যে বিস্বরূপ বসু ও নন্দিতা কৃপালনী সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। সকলেই এবেলা ওরেলা পালা করে কবির সেবা করতেন। বাবাকে সেবা করানোর জন্য ছেলে রথীন্দ্রনাথ এক বিদেশি মহিলাকেও নিয়োগ করেন।

২৪ জুলাই শান্তিনিকেতন বোলপুর শ্রীনিকেতন পারুলডাঙ্গা ও অদিত্যপুর সহ গ্রামের বাসিন্দারা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, কর্মী, শিক্ষক ও আশ্রমিক সবার কাছেই খুব তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছে যায়, পরের দিন সকালে চিকিৎসার জন্য কবিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। সেদিন সকলের ব্যাকুলতা যেন আশ্রমের আকাস বাতাস গাছপালা-মাটি প্রকৃতির সব জায়াগায় ছড়িয়ে পড়ে। আশ্রমপ্রকৃতিও যেন বুঝতে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবেন না। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার লিখেছেন, "একদিন সঙ্গীতভবনে বসে আছি। হঠাৎ খবর পেলাম কাল সকালেই (২৫ জুলাই) গুরুদেবকে অপারেশনের জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। আমার এখনো বেশ মনে পশ্চিমের আকাশে 'রবি' ঢলে পড়েছে। ঠিক প্রাণের রবি"কে শান্তিনিকেতন থেকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবার খবরে কেমন যেন উদাস, ভারাক্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে যাই।

পরের দিন সকালে কবিকে চলে যেতে হবে। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, আমরা বৈতালিকের গানে গানে আশ্রমগুরুর ঘুম ভাঙিয়ে দেব। আমি কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের (জেনারেল কিচেন) সামনে চলে যাই। অনেক ছাত্রছাত্রীকে ডেকে একসঙ্গে জড়ো করি। নতুন কোনো গান শেখানোর সময় হাতে একদন ছিল না। তাই সকলের জানা এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার গানটি দু'একবার রিহার্সাল দিয়ে তৈরি করে নিলাম। অবশেষে সেই দিনটি এল-১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই। এদিন কবি খুব ভোরেই উঠেছেন। পোষাক পরে 'উদয়ন' বাড়ির দোতলার কবিকক্ষে পুরদিকের জানালায় আশ্রমের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

> *মৃত্যু সম্পর্কে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন—"মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোনো মানে নেই। আর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে না দেখলে অমৃতের সন্ধান মেলে না। এই জীবনমরণের খেলা দিয়েই জগৎ ও সত্য হয়ে উঠেছে।" 'রবীন্দ্রসত্তা' বিশ্বাবাসীর হৃদয়ে আজও জেগে আছে ধ্রুবতারার মতো। 'রবিহারা' আশ্রমের আকাশে ফুটে ওঠে বিষাদ ও অবসানের স্মৃতি সুপ্তি।*

জানি না, হয়ত তিনি ভাবিছিলেন, তাঁর এই প্রিয় আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার কথা। আশ্রমে এমন নিদারুণ সংকট এর আগে কখনো দেখা দেয়নি। আশ্রমবাসীদের হৃদয় ছিল আশঙ্কার কালো মেঘে ভরা। রাতের অন্ধকার থাকতেই আশ্রমবাসীরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মী ও আশ্রমিকরা সবাই জড়ো হন সেকালের "লাইব্রেরির সামনে। এরপর বৈতালিক দল সমবেত কণ্ঠে এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রায় সূর্য ওঠা সফল হল কার" গান গাইতে গাইতে, লাল মাটির কীকুরে পথ ধরে "উদয়ন" বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ কবিকক্ষের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মগ্ন হয়ে একান্তচিত্তে বৈতালিক দলের সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিচ্ছিলেন।

ক্রমে কবির কলকাতা যাত্রার সময় এগিয়ে আসছে। একে একে আশ্রমিকরা বেদনাবিধুর হৃদয়ে জড়ো হচ্ছেন উত্তরায়ণ অঙ্গনে। অন্তরঙ্গ-সেবকেরা শান্তভাবে খুবই সাবধানে কবিকে স্টোরে করে দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে আনবেন, 'উদয়ন' বাড়ির নীচের বারান্দায় এক আরামকেদারায় প্রায় আধশোওয়া অবস্থায় বসানো হয়েছে। তাঁর চোখে নীল চশমা, সমস্ত শরীরে ছিল ক্লান্তির ছাপয পুরো আশ্রম জুড়েই যেন এক গভীর নারবতা। সমবেত আশ্রমবাসীদের মধ্যে চলেছে এক অস্ফুট গুঞ্জরণ। এক দীর্ঘ অনিসছয়তার আশঙ্কা সকলকে গ্রাস করেছে। আশ্রমের মোটরগাড়িটা 'উদয়ন' বাড়ির নীচে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। যাতে কবিকে সরাসরি স্ট্রেচারে করে গাড়িতে তুলে দেওয়া যায়। তার জন্য গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দেওয়া হয়। 'উদয়ন' বাড়ি থেকে উত্তরায়ণের গেট পর্যন্ত রাস্তার দুধারে আশ্রমিকরা সারিবদ্ধভাবে শ্রদ্ধাবনত অশ্রুসজল চিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রাবণের সীমাহীন আকাশে তখন ছিল মেঘের ঘনঘটা, সবাই গাইছেন আশ্রমসঙ্গীত- "আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।" গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সেদিন অনেকের সঙ্গে সেই বিষাদ বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রয়াত উপেন্দ্রকুমার দাস। গাড়ির মধ্যে গুরুদেব সামনের দিকে চেয়ে আছেন। তখন নীল চশমার আড়ালে তার চোখ জলে ভরা। সেদিন সেখানে যেসব প্রবীণতম আশ্রমিক উপস্থিত ছিলেন তারাও কখনো আশ্রমগুরুকে এভাবে চোখের জল ফেলতে দেখেননি। গুরুদেবের চোখের জল দেখে অনেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেদেছিলেনত্ত আমিও। কবির গাড়িটি ধীরে ধীরে বোলপুর স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। আশ্রম পেরিয়ে যেতে কবি গাড়িতে বসেই দেখতে পেলেন পথের ধারে লোহা-লকড় কীসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এসব দেখে কবি অসুস্থতার মধ্যেও উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন, "এখানে কী হচ্ছে?" তার নাতনি নন্দিতা বলেন, "পুরনো সব ছোট পোস্ট বসানোর কাজ চলছে" সে কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোদের পুরনো লাইটপোস্টও আজ চলল- নতুন আলোর জায়গা করে দিতে।" আমরা হয়তো বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি কবি সবকিছু আগাম বুঝতে পেরেই ওইসব কথা বলে গেলেন।" ৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০ তার সেবারতা পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ডাবও ভালো, ঘোলও ভালো / ভালো সজনে ডাটা / বৌমা বলেন ভালো নহে / শুধু সিঙ্গি মাছের কীটা।" আর নাতনিকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, "ঘড়ি ধরা নিদ্রা আমার / নিয়ম ঘেরা জাগা / একটুকু তার সীমার পারেই / আছে তোমার রাগা। / কী কব আর রবি ঠাকুর / ভয়ে তরস্ত / এত বড় মানুষ ছোট্ট / হাতের করস্ত।"

২৫ জুলাই, ১৯৪১ শান্তিনিকেতন থেকে বোলপুর যাওয়ার রাায় দুধারে একেবারে ভোরলেরা থেকে দূরদুরান্তের গ্রামের থেকে গাড়িতে আধশোয়া অবস্থায় এসব দেখতে দেখতে বোলপুর স্টেশনের পৌছে গেলেন। আই আর) এক কর্মকর্তা নিবারণচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে কবিকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য এক বিশেষ সেলুন কোচ আসে। সেই কোচে রবিকে তুলে দেওয়া হল। কবির সঙ্গে ছিলেন প্রশান্তচনর মহলানবিশ। যথাসময়ে কবিকে নিয়ে পাকুড় প্যাসেঞ্জার হাওড়ার দিকে চলতে শুরু করল। ২৫ জুলাই শান্তিনকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার কথা স্মরণ করে আজও শান্তিনিকিতনের আশ্রমবাসীরা বেদনায় ভারাক্রান্ত হন। এই দুঃখের দিন, যা মানুষকে বারবার পরিশুদ্ধ করে, চিত্তকে অসীম শক্তি দেয় চিরজাগরুক বিষাদে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাইয়ে রচনা করেন তার শেষ কবিতাটি রানী চন্দের কলম ধরেত্ত-" তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি / বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী।" তার নির্বাণ ঘটল ২৫ জুলাইয়ের ১৩ দিন পর, এ আগস্ট, ২২ শ্রাবণ রাখী সন্ধান মেলে না। এই জীবনমরণের খেলা দিয়েই জগৎ ও সত্য হয়ে উঠেছে।"

বরিবীন্দ্রসত' বিশ্ববাসীর হৃদয়ে আজও জেগে আছে পবতারার মতো। ".বিহারা" আশ্রমের আকাশে ফুটে ওঠে বিষাদ ও অবসানের স্মৃতি সৃপ্তি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সার্ধশতবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ

প্রবীর মজুমদার

ঠাকুরবাড়ির প্রথা অনুযায়ী জন্মাষ্টমীর দিনই প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন পালন করা হত কারণ জন্মাষ্টমীর দিনই তাঁর জন্ম হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের ইংরেজি জন্মতারিখ ৭ আগস্ট, ১৮৭১।তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একবার রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দার শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শিক্ষর এবং ছাত্রছাত্রীরা মিলে অবনীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন নন্দলাল বসু, রানি চন্দর, গৌরী ভদ্র বিনায়ক মাসোজি প্রমুখ। বরাবরই জন্মাষ্টমীর দিনেই ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা হত। তবে তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র মুকুলচন্দ্র দে প্রতি বছর ৭ আগস্ট জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে জন্মদিন পালন করতেন।

রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের 'রবিকাকা' তাঁর জীবনে অনেক কিছুর প্রেরণার উৎস চিত্রাঙ্গদা লেখার সময় অবনীন্দ্রনাথের জন্য নির্দেশ এসেছিল ছবি আঁকার জন্য। সেই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন.... " এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তারপর থেকে এতকাল রবিকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে প্রেরণা পেয়েছিল তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা"।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র গুণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র। ঠাকুর পরিবারের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ইংরেজি ফারসি, সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার সঙ্গে চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ গড়ে ওঠে। শিক্ষক গিলার্জের হাত ধরে প্যাস্টেল, জল রঙেরক তালিম পান। পরে পার্সারের কাছে শেখেন তৈলচিত্র এবং লাইফ স্টাডি। বিদেশি শিক্ষকদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ বিদেশি রীতিতে স্টুডিও তৈরির সিদ্ধান্তে নিলেও কিছু দেশীয় ছবির সুক্ষ্ম কারুকার্য ঔজ্জ্বলা এবং বর্ণ সমাবেশ তাঁর মনকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে তিনি দেশীয় পদ্ধতিতেই ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নেন। দেশীয় প্রথার তাঁর প্রথম কাজ 'কৃষ্ণলীলা চিত্রাবালী।

১৮৯৮ সালে আর্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেলের চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ ওই কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। হ্যাভেল তাঁকে ভারতীয় শিল্প অনুশীলনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে আমরা পাই 'বজ্রমুকুট', 'ঋতু সংহার', 'বদ্ধ ও সুজাতা' ইত্যাদি শিক্ষাসম্ভার । জাপনি চিত্রকর টাইকান তাঁকে জাপানি শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচয় করান।

আবার রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধনও স্বদেশি আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অন্যতম সঙ্গী এবং উদ্যোক্ত উৎসাহে তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত। প্রথমে 'শকুন্তলা' লিখে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়ে তারপের লিখলেন 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি। 'জ্যোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'রবিকা বলতেন, 'অবন একটা পাগল', সেকথা সত্যি। আমিও একসময় ভাবি, কী জানি কোনদিন হয়ত সত্যি খেপে যাব।.... চিরকালের খ্যাপা আমি। খাপামি আমার গেল না কোনো কালেই।"

তিনিই বেঙ্গল স্কুলের সেই পথিকৃৎ যাঁর শিল্পীসত্তা জন্ম দিয়েছিল এক নব্যভারতীয় চিত্রকলা রীতির। তিনিই সেই শিল্পাচার্য, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেঙ্গল স্কুলের পরবর্তী শিল্পীরা এ দেশের আধুনিক চিত্রকার পথ প্রশশত করেছিলেন। অসামান্য এক শিক্ষক, এস্রাজ বাদক, অভিনেতা। এসবের পাশাপাশি চলত সাহিত্যচর্চাও। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সাদামাটা, স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ এক মানুষ। নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'কর্মজীবন বলে আমার কিছু নেই, অতি নিষ্কর্মা মানুষ আমি। নিজে হতে চেষ্টা ছিল না কখনও কিছু করার এখনও নেই। তবে খাটিয়ে নিলে খংটতে পারি, এই পর্যন্ত।

উনিশ শতকের বিভিন্ন রচনা ও আঁকা ছবি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখে। অবনীন্দ্রনাথের ১৯০৫ সালের আঁকা 'ভারতমাতা' চিত্রটি শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল ভারতীয়দের মধ্যে জাথীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় হিন্দুদের ধনসম্বদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে তিনি 'ভারতমাতা' চিত্রটি আঁকেন। এখানের দেবী চতুর্ভুজা এবং চার হাতে রয়েছে বেদ, ধানের শীষ, জপের মালা এবং শ্বেত বস্ত্র। এইগুলি মৃলত ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতীক। এইগুলোর দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের যুগে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশিয়ানা এবং জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই চিত্রটির প্রথমে নাম ছিল 'বঙ্গমাতা'। ভগিনী নিবেদিতা এর নামকরণ করেন 'ভারতমাতা'। এই চিত্রের মধ্য দিয়ে শান্ত, অভয় এবং সমৃদ্ধি প্রদানকারী মাতৃদেবীর রূকে কল্পনা করা হয়েছে। চিত্রটি একাধারে মানবী ও দেবী হিসেবে কল্পিত হয়েছে। সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের মিছিলের সামনে এই চিত্রটি আন্দোলকারীদের হাতে থাকত।

অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পধারা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়।তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর শিল্পধারা দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। একসময় সারা কলকাতা প্লেগ আতঙ্কে বুগছিল। চারিদিকে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির অন্য সদস্যরা মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় চিকিৎসার তদারকিতে যেতেন। কিন্তু শেষে সেই প্লেগ ঢুকল অবনীন্দ্রনাথের নিজের ঘরে। রোগ ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে। সেই শোক বুলতে এঁকেছিলেন 'শাহজাহানের মৃত্যু' নামক সেই বিখ্যাত ছবিটি। অবনীন্দ্রনাথের কথায় "মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম।"

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পনীতিকে স্বদেশি বা বিদেশি কোনো পরস্পরাই প্রভাবিত করতে পারেনি। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই তিনি ভারতীয় শিল্পজগতের গুরু হিসাবে স্বীকৃত লাভ করেছিলেন। কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রবিকাই তাঁকে দিয়ে প্রথমে 'শকুন্তলা' লিকিয়েছিলেন। ছোটদের জন্য সেই সময় পড়বার মতো ভালো বই ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ এতকাল ছবি এঁকেছেন, লেখেনি তেমন কিছুই। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তুমি গল্প লেখো। ছোটদের জন্য লেখা খুব কঠিন কাজ। ভয় পেয়ে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, "তুনি লেখো না, যেমন করে তুনি মুখে মুখে গল্প করো তেমনি করেই লেখো। এরপরই অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শকুন্তলা'। রাজা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেম ও বিরহ গল্পের মূল বিষয় হলেও অবনীন্দ্রনাথের ভাষাগুণে শিশুরাও তাঁর থেকে অনাবিল আনন্দ পেল এবং পড়তে পড়তে যেন রূপকথার রাজ্যে এসে পড়ল। 'শকুন্তলা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। রবিকার ছাড়পত্র পেয়ে অবনীন্দ্রনাথের মনে আড়ষ্টভাব কেটে গেল। বাংলার প্রাচীন রূপকথাকে অবলম্বন করে লিখলেন 'ক্ষীরের পুতুল'। তারপর তাঁর কলম থেকে জন্ম নিল 'রাজকাহিনি', 'নালক', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি কালজয়ী শিশুসাহিত্য। লেখার প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধবলীর কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ১৯২১ সালে স্যার আশুতোষ মুখ্যোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথকে রাড়ি বাগেশ্বরী অধ্যাপক্ষ হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে থাকেন। মোট বক্তৃতা দেন উনত্রিশটি। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য দ্বারভাঙা হলে ভিড় জমে যেত। শব্দের বিচিত্র বিন্যাসে, অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে শ্রোতারা অবিষ্ট হয়ে তাকতেন। তাঁর ছবি আঁকার কাজ ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। তিনি নিজেই বলতেন, আর মন ভরে না। ছবি আঁকা ছেড়ে মেতে উঠলেন কাঠের টুকরো, গাছের শিকড়, ভাঙা ডালপালা, নারকেলের মালা, আমড়ার আঁটার মতো অতি তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে নিজের সৃষ্টি জগতে। এইসব নিয়ে আট -নয় বছর কাটিয়েছেন ছবি না এঁকেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিটু্য, ক্ষেত মজুর, কৃষক সভা নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

সংক্রমণ ক্রমেই নিয়ন্ত্রণে, ব্রাজিলে কোভিডে দৈনিক মৃত্যু কমে ২৩৭

রিও ডি জেনেইরো, ১০ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা আরও কমে গেল, স্বস্তি দিয়ে কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২৩৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭০৭ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৪৭১ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,১৭৮,১৪৩ জন।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা উভয়ই কমেছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৯৩৯,০৫১ জন, শতাংশের নিরিখে ৯৭ শতাংশ। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৭৫,৩৮৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৬৬৭, ০৬৭ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয় এবং ৮,৩১৮ জনের অবস্থা গুরুতর।

ফের এক লক্ষের বেশি সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনার বলি ৩২৬ জন

ওয়াশিংটন, ১০ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল আমেরিকায়, তাও আবার একধাক্কায় এক লক্ষের বেশি। মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩২৬ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,০২,৩৭৫ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৯৯ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০২,৩৭৫ জন (আগের দিন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৪,৩৯০ জন)। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩২৬ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,৭৮০,৪৮০-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২৯,৯২৩,৩২০ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬,২২৩,৩৬১-তে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ফের সন্ত্রাসী উপদ্রব, শোপিয়ানে জঙ্গিদের গুলিতে জখম জওয়ান

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি.স.): ফের সন্ত্রাসী উপদ্রব জম্মু-কাশ্মীরে। এবার দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ানদের রোড ওয়ানিং টিমকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলায় জখম হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান। শোপিয়ান জেলার জাইনাপোরার ক্রালচেক এলাকার ঘটনা। জখম সিআরপিএফ জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে জাইনাপোরার ক্রালচেক এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের রোড ওয়ানিং টিমকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল জঙ্গিরা। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। জঙ্গিদের খোঁজে সংলগ্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়েছে।

এশিয়াটিক সিংহের ঘর হতে পেরে গর্বিত ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): সিংহ ঐশ্বর্যশালী ও সাহসী। ভারত অত্যন্ত গর্বিত এশিয়াটিক সিংহের ঘর হতে পেরে। মঙ্গলবার ''বিশ্ব সিংহ দিবস'' এভাবেই নিজের খুশি ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিশ্ব সিংহ দিবসে, সিংহ সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহী সকলকে আমার শুভেচ্ছা। এই বিষয়টি আপনাদের খুশি করবে যে, বিগত কয়েক বছরে ভারতে সিংহের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।'

নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় গির সিংহের জন্য বহু প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি। টুইট মোদী জানিয়েছেন, 'আমি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম, সেই সময় গির সিংহদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাসস্থান নিরাপদ ও পর্যটনকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম অনুশীলনকে জড়িত করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।' প্রসঙ্গত, বিশ্বের মধ্যে শুধুমাত্র গির অরণ্যেই এশিয়াটিক সিংহের দেখা মেলে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচারের তথ্যানুসারে, গির অভয়ারণ্যের সাড়ে ৮০০ বর্গমাইল এলাকায় প্রায় ৫২৩টি সিংহ বাস করে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ধর্মবিদ্বেষী স্লোগান : অশ্বিনী-সহ ৬ জনকে আটক করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): দিল্লির যন্তর মন্তরের কাছে ধর্মবিদ্বেষী স্লোগান তুলে গ্রেফতার হলেন বিজেপির-র প্রাক্তন মুখপাত্র অশ্বিনী উপাধ্যায়-সহ ৬ জন। বাকি ৫ জন হলেন-বিনোদ শর্মা, দীপক সিং, বিনীত ক্রান্তি, প্রীত সিং ও দীপক। যন্তর মন্তরের কাছে এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানহানিকর স্লোগান দেওয়ার অভিযোগেই তাঁদের গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। প্রথমে তাঁদের আটক করা হয়েছিল, এরপর মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয়। গত রবিবার যন্তর-মন্তরের কাছে একটি ব্যালির আয়োজন করেছিলেন বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়। ব্রিটিশ আমলের কয়েকটি আইন বাতিলের দাবিতে এই ব্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিল চলাকালীন আপত্তিকর স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। পুলিশি হস্তক্ষেপের দাবি ওঠে বহু মহল থেকে। এরপর নড়েচড়ে বসে দিল্লি পুলিশ। ধর্মবিদ্বেষী স্লোগান দেওয়ার কারণেই অশ্বিনী-সহ ৬ জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা অফিস আজ থেকে ভিসা আবেদন গ্রহন করবে

মনির হোসেন,ঢাকা,১০ আগষ্ট।। বাংলাদেশ সরকার চলমান লকডাউন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করায় ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন আজ ১১ আগষ্ট বুধবার থেকে ভিসা আবেদন গ্রহন করবে।

ভারতীয় হাইকমিশন তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানায়, লকডাউনের বিধি-নিষেধ তুলে নেয়ায় আমাদের ভারতীয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পুনরায় ১১ আগস্ট ২০২১ থেকে ভিসা কার্যক্রম শুরু করবে।

এতে বলা হয়, ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদন ছাড়া সব আবেদন গ্রহন করা হবে। বুধবার থেকে আইভিএসিতে ভিসার আবেদন করার জন্য আবেদনকারীদের কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এদিকে, উভয় দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে পুনরায় বিমান চলাচল শুরুর পরিকল্পনা করছে।

লুধিয়ানায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে গুলি করে খুনের চেষ্টা, পলাতক অভিযুক্ত

লুধিয়ানা, ১০ আগস্ট (হি.স.): পঞ্জাবের লুধিয়ানায় স্ত্রীকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করল স্বামী। শুধুমাত্র স্ত্রী নয়, নিজের শাশুড়িকেও গুলি করে খুন করার চেষ্টা করে। স্ত্রী ও শাশুড়িকে গুলি করার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। অভিযুক্ত আগে কলেজে অধ্যাপনা করত বলে জানা গিয়েছে। সঙ্কটজনক অবস্থায় দয়ানন্দ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযুক্তের স্ত্রী ও শাশুড়ি। অভিযুক্তের নাম-জসবিন্দর সিং। পুলিশ সূত্রের খবর, লুধিয়ানার প্যাটেল নগরে স্ত্রী জসপ্রীত কৌরের সঙ্গে থাকতেন জসবিন্দর। কোনও কারণে সোমবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হয়। এরপর মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ স্ত্রীকে গুলি করে জসবিন্দর। তারপর সেখান থেকে পৌঁছে যায় প্রতাপ নগরে, সেখানে গিয়ে শাশুড়ি বন্দনাকেও গুলি করে জসবিন্দর। গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা জসপ্রীত কৌরের বাড়িতে ছুটে যান, তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। বন্দনাকে যখন গুলি করা হয়, তখন সেখান থেকেই যাচ্ছিল পুলিশের একটি টিম। পুলিশ কর্মীরা বন্দনাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কী কারণে স্ত্রী ও শাশুড়িকে গুলি করে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করল জসবিন্দর, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শান্তি ফিরছে না সংসদে, বারোটা অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণ দেখাই যাচ্ছে না সংসদে। পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে মঙ্গলবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস প্রোজেক্ট মিডিয়া রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচই ও স্লোগানের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। লোকসভায় এদিন ওয়েলে নেমে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। লোকসভার পাশাপাশি এদিন রাজ্যসভাতেও ব্যাপক হইচই করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। দলবদ্ধ বিরোধীদের তুমুল হৈহট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

২০২৪-এর লোকসভা ভোট খুব দূরে নয়, কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি হরসিমরতের

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রকে এবার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। মঙ্গলবার হরসিমরত বলেছেন, '২০২৪ সালের লোকসভা ভোট খুব বেশি দূরে নয়। লড়াই চলবে।' তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এদিন সংসদ চত্বরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন করেন হরসিমরতরা। শিরোমণি অকালি দলের পাশাপাশি প্রতিবাদ অংশ নেয় বহুজন সমাজ পার্টি ও কংগ্রেসও। তাঁদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'কৃষকরাই দেশের পেট ভরান'', ''কৃষকদের মারবেন না'', ''বাতিল করা হোক তিনটি কৃষি আইন'' ইত্যাদি ইত্যাদি। কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অংশ নেওয়া মৃত কৃষকদের ছবি ছিল হরসিমরতের হাতে। এদিন কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে হরসিমরত জানান, '২০২৪ সালের লোকসভা ভোট খুব বেশি দূরে নয়। লড়াই চলবে।'

রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে সংকল্পবদ্ধ, দক্ষিণ করিমগঞ্জেমোট ৬২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের : মন্ত্রী রঞ্জিত

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : সরকার রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে সংকল্পবদ্ধ। তাই জলজীবন মিশনের অধীনে দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্রে মোট ৬২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬১টি প্রকল্পের কাজ জোরকদমে চলছে। একটি প্রকল্পের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। তবে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে বলেও খবর। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের জলজীবন মিশনের ওপর তারকা চিহ্নিত লিখিত ২২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আজ মঙ্গলবার বিধানসভায় এ তথ্য তুলে ধরেন। সিদ্দেক আহমদের তারকা চিহ্নিত লিখিত ২২৯ নম্বরের অধীনে অন্য আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী জানান, ২০১১ সালের আদমশুমারি এবং পরিবার সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি বছর ইয়ার্লি ডাটা আপডেটেশন (ওয়াইডিইউ)-এর মাধ্যমে জনসংখ্যা এবং পরিবারের সংখ্যার পূর্ণ মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী ২০১৯-এর জনসংখ্যা এবং পরিবারের সংখ্যার ওপর মূল্যায়ন করেই প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। সেভাবে আগামী দিনেও ইয়ার্লি ডাটা আপডেটেশন-এর মাধ্যমেই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে একটি পরিবারও বাদ পড়বে না বলে বিধানসভায় নিশ্চয়তা দেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত বন্ধ ১৫ আগস্ট পর্যন্ত

মনির হোসেন,ঢাকা,১০ আগষ্ট।। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়েছে। দেশটির সঙ্গে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্থল সীমান্ত বন্ধ থাকবে। তবে এই মেয়াদের পর খুলে দেওয়া হতে পারে স্থল সীমান্ত।

মঙ্গলবার (১০ আগস্ট) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এটা আরও বাড়ানো হলো। এতদিন যে নিয়মে চলছিল, ১৫ আগস্ট পর্যন্ত একই নিয়মে চলবে। যেহেতু আমাদের এখানে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে, ভারতেও সংক্রমণ অনেক কমে গেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এ সময়ের মধ্যে বিষয়টা পর্যালোচনা করে হয়তো পরেরবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারি। আপাতত যেভাবে চলছে চলুক।

এদিকে, বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলো বুধবার (১১ আগস্ট) থেকে চালু হচ্ছে। ভিসা সেন্টারগুলো ভ্রমণ ভিসা ছাড়া সব ধরনের আবেদন নেবে বলে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন সিদ্ধান্তের কথা ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানিয়েছে।

ভারতে করোনা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় গত ২৬ এপ্রিল দেশটির সঙ্গে প্রথমে ১৪ দিনের জন্য সব ধরনের সীমান্ত বন্ধ করে বাংলাদেশ। পরে সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ কয়েক দফায় বাড়ানো হয়। সবশেষ ঘোষণায় দুই দিনের জন্য ১০ আগস্ট পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ছিল।

বর্তমানে ভারতে আটকেপড়াদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় দেশটি থেকে সপ্তাহে তিনদিন অর্থাৎ রোববার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বাংলাদেশিরা যথাযথ কাগজপত্র নিয়ে পাঁচটি বন্দর নিয়ে দেশে ফিরতে পারছেন। এক্ষেত্রে সবাইকে ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে।

তিনদিনে আফগানিস্তানে খুন হয়েছে ২৭টি শিশু, দাবি রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তানে বেড়েই চলেছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যার খেসারত দিতে হচ্ছে নিরীহ মানুষকে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে মাত্র তিনদিনে সেখানে খুন হয়েছে ২৭টি শিশু। এমনটাই প্রকাশ্যে এসেছে রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্টে। যেখানে বলা হয়েছে যে গত তিনদিনে আফগানিস্তানে খুন হয়েছে ২৭টি শিশু। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে বিবিসি।

ক্রমে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ। দ্রুত কাবুল দখলের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করেছে তালিবান। পালটা হামলা চালাচ্ছে আফগান সেনাবাহিনীও। আর এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খেসারত দিতে হচ্ছে নিরীহ মানুষকে। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা স্পষ্ট করে রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গত তিনদিনে আফগানিস্তানে খুন হয়েছে ২৭টি শিশু। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, আফগানিস্তানে শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কান্দাহার, খোস্ত ও পাকতিয়া প্রদেশে গত তিনদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৭টি শিশুর। মূলত, রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণ ও সংঘর্ষের মাঝে পড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে দেশটির খুদেরা। গত মাসে সবমিলিয়ে লড়াইয়ের জেরে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ১ হাজার নিরীহ মানুষ।

সোমবার এক রিপোর্টে 'ইউনিসেফ' স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে যে আফগানিস্তানে প্রতিদিন শিশুদের উপর নিপীড়নের মাত্রা বাড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, আল্লা ও ইসলামের নামে উন্মাদ জঙ্গিরা শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ কাউকেই ছাড় দেয় না। রাস্তার পাশে বোমা পুঁতে রেখে নিরীহ মানুষ খুন করে জঙ্গিরা। সম্প্রতি আঁটসাঁট পোশাক পরায় এক তরুণীকে হত্যা করে জেহাদিরা। একইভাবে, জঙ্গিদের ডেরায় বোমাবর্ষণ করার সময় প্রায়ই আম জনতার কথা মাথায় রাখে না সরকারি বাহিনী বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অসমে শিক্ষা বিভাগে ৫০ হাজারের বেশি পদ খালি, মাধ্যমিক স্তরে ড্রপ-আউটের হার ৩২.৩ শতাংশ, বিরোধীদের অভিযোগ স্বীকার মন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে ৫০ হাজারের বেশি পদ খালি। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ড্রপ-আউটের হার অসমে ৩২.৩ শতাংশ। বিরোধীদের অভিযোগ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুর। আজ মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বাদশ দিনে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে বিরোধীপক্ষের অভিযোগ স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

অসমে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আজ চর্চা হচ্ছিল। এই চর্চায় রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের হালহকিকৎ স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী রণোজ পেগু। কয়েক হাজার শিক্ষক পদ খালি। বিগতদিনে বিরোধীরা এ সম্পর্কে অভিযোগ তুলতেন। আজ খোদ শাসক পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া অভিযোগ তুলে বলেন, পর্যাপ্ত-সংখ্যাক শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষাদান হচ্ছে না। এজন্যই ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা বেসরকারি বিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিধায়ক শইকিয়ার অভিযোগ তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী জানান, মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব। তাই উপযুক্ত শিক্ষাদানে ব্যাঘাত ঘটছে। তিনি জানান, অসমে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে যতজন শিক্ষক আছেন, এর মধ্যে প্রশিক্ষিত শিক্ষক মাত্র ৩৮ শতাংশ।

এদিকে বিজেপি শরিক ইউপিপিএল-এর গোবিন্দ বসুমতারিও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসম যে পিছিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে সরকারের কাছে জবাব দাবি করেন। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে ২২ হাজার ৯২১টি শূন্য পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাকিগুলো মাধ্যমিক স্তরের।

বিরোধী এআইইউডিএফ বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলাম জানান, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে ৫০ হাজারের বেশি পদ খালি পড়ে রয়েছে। শূন্য এই পদগুলির অধিকাংশই শিক্ষক-পদ। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েও বহু অধ্যাপকের পদ খালি, এই প্রসঙ্গ টেনে খেদের সঙ্গে ইসলাম বলেন, অথচ অসমের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর শিক্ষার হার বহুলাংশে ভালো। এই তথ্যও স্বীকার করেছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে, বিধায়ক অখিল গগৈও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সরকারের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, অসমে বিদ্যালয়ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক। তিনি বলেন, মাধ্যমিক স্তরে গোটা দেশে ড্রপআউটের হার ১৬.১ শতাংশ। অথচ অসমে এই হার ৩২.৩ শতাংশ। রাজ্যে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকার জন্যই বিদ্যালয়-ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে কংগ্রেসের বিধায়ক ভরত নরহ বলেন, শিক্ষা বিভাগের কাজ মানবসম্পদ গড়া। অথচ এই বিভাগেই কাজের মানুষ নেই, ব্যাপক অভাব, কটাক্ষ করেন তিনি।

জঙ্গি পরিচয়ে মোবাইল ফোনে অপহরণের হুমকি দিয়ে অর্থ দাবি, বাজারিছড়া পুলিশের জালে তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ আগস্ট : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়ায় মোবাইল ফোনে ছেলেকে অপহরণের হুমকি দিয়ে জনৈক ব্যক্তির কাছে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করে আজ মঙ্গলবার কাকভোরে পুলিশের ফাঁদে পড়েছে ভুয়ো জঙ্গিরা। ধৃত দুজনের বাড়ি স্থানীয় এলাকায় হলেও অন্য জনের বাড়ি পার্শবর্তী ত্রিপুরায়।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে বাজারিছড়া থানাধীন কটামণি তেজপুর গ্রামের আয়নুল হক জানান, গত প্রায় দশ দিন আগে ৯৩৬২৭১৫২৩৬ নম্বরের একটি মোবাইল ফোন থেকে দুই লক্ষ টাকা দাবি করে ফোন আসে। ফোনকারী নিজেদের একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে ভাঙা হিন্দিতে কথা বলে। তারা বলে দু লক্ষ টাকা না দিলে তাকে বা তার ছেলেকে অপহরণ করে দশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হবে। তাছাড়া কথামতো টাকা না দিলে তাদেরকে উভয়কে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। ফোনে এই হুমকি পেয়ে দিনমজুর আয়নুল হকের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এদিকে তিনদিন পর ফের জঙ্গিরা আয়নুলকে ফোন করে টাকা দাবি করে। এবার তারা কুড়ি হাজার টাকা কম দিলে চলবে বলে জানায়। কিন্তু তার কাছে টাকা না থাকায় তিনি তাদের কাছে আরও সময় চান। পরে তিনি বিষয়টি পরিবার সহ গ্রামের মুরব্বিদের জানান। সকলের পরামর্শে তিনি বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহাকে বিস্তারিত জানান। ওসি তাঁর কাছে থেকে তথাকথিত জঙ্গিদের মোবাইল ফোনের নম্বর নিয়ে ট্র্যাক করেন।

সে অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার কাকভোরে বাজারিছড়া পুলিশের একটি দল সাদা পোশাকে অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন এক পাহাড়ি ডেরায় হানা দিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ।পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ে তিন দুষ্কৃতী। ধৃতদের উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন বালিছড়া গ্রামের পুলিন্দ্র ত্রিপুরা (৩৬) এবং বাজারিছড়া থানাধীন কটামণি এলাকার যথাক্রমে ইচারপার ও ইচাবিল সাত নম্বর লাইনের কাজল নমঃশুদ্র (২৫) ও মণিলাল কোহার (৩২) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ধৃত তিন দুষ্কৃতীকে বাজারিছড়া থানায় টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এরা সত্য কোনও জঙ্গি সংগঠনের জড়িত কি না তা জানতে জেরা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

জলমগ্ন বহু জায়গায় দুর্ভোগ অব্যাহত অবরোধ হাওড়ার দাসনগরে

দাসনগর, ১০ আগস্ট (হি. স.) : বৃষ্টি থামলেও দুর্ভোগের শেষ নেই হাওড়ার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবিতে মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান দাসনগরের বাসিন্দারা। এদিকে, পরিস্থিতির খোঁজ নিতে এদিনই কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখেন রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ও পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অরূপ রায়। খতিয়ে দেখেন নিকাশি ব্যবস্থা।

বৃহস্পতিবারের পর আর সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। সপ্তাহ পার হতে চললেও, এখনও হাওড়া পুর এলাকার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন। এখনও একাধিক জায়গায় জমে রয়েছে জল। জমা জলের মধ্যেই কাটছে দিন। এতেই তিতিবিরক্ত হয়ে মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভে নামেন দাশনগরের কাশীপুর এলাকার বাসিন্দারা। হাওড়া-আমতা রোডের ওপর বসে পড়ে শুরু করেন অবরোধ। ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের দাবি, প্রতি বছর বর্ষা এলে এভাবেই দিন চলে তাঁদের। প্রশাসনের তরফে শুধুই প্রতিশ্রুতি মেলে। প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধের পর, বিক্ষোভের রেশ গিয়ে পড়ে থানায়। ঘেরাও করা হয় দাশনগর থানা। দুর্ভোগ শুধু দাসনগরেই নয়। হাওড়া পুর এলাকার বেলগাছিয়া, সালকিয়া, টিকিয়াপাড়া, লিলুয়া-সহ বিভিন্ন এলাকাও জল থইথই। হাঁটু সমান জল ঠেলেই চলছে যাতায়াত। অরূপ রায় বলেন, শহরের জল যাতে দ্রুত নামে সেজন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে, এবার অতিবৃষ্টি এবং ডিভিসির অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে গঙ্গার জল বেড়ে যায়, সেই কারণে শহরের জমা জল বের হতে সময় লাগছে। ভুক্তভোগী শহরবাসী বছর বছর প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে ক্লান্ত। তাঁরা চান এবার অন্তত কাজের কাজ কিছু হোক।

দুর্ভোগ শুধু দাসনগরেই নয়। হাওড়া পুর এলাকার বেলগাছিয়া, সালকিয়া, টিকিয়াপাড়া, লিলুয়া-সহ বিভিন্ন এলাকাও জল থইথই। হাঁটু সমান জল ঠেলেই চলছে যাতায়াত। অরূপ রায় বলেন, শহরের জল যাতে দ্রুত নামে সেজন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে, এবার অতিবৃষ্টি এবং ডিভিসির অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে গঙ্গার জল বেড়ে যায়, সেই কারণে শহরের জমা জল বের হতে সময় লাগছে। ভুক্তভোগী শহরবাসী বছর বছর প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে ক্লান্ত। তাঁরা চান এবার অন্তত কাজের কাজ কিছু হোক।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুর বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক খাবার

পৃথিবীতে সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের সবথকে বেশি চিন্তা লেগে তাকে কীভাবে তার শিশুর মেধা ও বিকাশ বৃদ্ধি হবে। শিশুর কিছু নিয়মিত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। তবে এটাও ঠিক,সব খাবারে একই পুষ্টিগুণ থাকে না, এমন কিছু খাবার আছে, যার মধ্যে অনেক বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান, যা শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। মস্তিষ্ক সক্রিয় এবং সতেজ থাকলে শিশুর মেধা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যেহেতু শিশুদেরবেড়ে ওঠায় কিছু খাবার অনেক বেশি ভূমিকা রাখে, সেহেতু আমাদের মনে রাকতে হবে, সেই খাবারগুলি শিশুদের যাতে বেশি করে দেওয়া যায়।

এ বিষয়ও দেখতে হবে যে ছোট বাচ্চাদের পাকস্থলী ছোট থাকে, নতই তাদের পেট অল্পতেই বরে যায়। এক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে অল্প পরিমাণ খাদ্য দিয়ে কীভাবে বেশি করে পুষ্টি দিতে পারেন। পনিরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিমসৃদ্ধ একটি দুগ্ধজাতীয় খাবার। এতে আছে প্রচুর আমিষ এবং ক্যালসিয়াম যা সুস্থ হাড় ও কোন খাবারগুলি খেতে দেওয়া বেশি দরকার।

মায়ের দুধঃ শিশুকে অন্তত ছয় মাস বুকেরদুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মাযের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে। ব্রাজিলের একদল গবেষক সাড়ে, হাজার শিশুর ওপর দীর্ঘদিন নজর রাখার পর এই সিদ্ধান্তে আসেন।

শাকসব্জি কিছু কিছু শাকসব্জিও রয়েছে, যেগুলি শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। বাঁধাকপি ও পালংশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন ‘কে’ এবং বিটা ক্যারোটিন, যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো। এটি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন শিশুকে স্যালাডে নানাভাবে টমেটো খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

ডিমঃ ডিম খাওয়া নিয়ে প্রায় শিশুদেরই অনীহা থাকে। অনীহা থাকলেও শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খাওয়াতে চেষ্টা কুরণন। গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন অন্তর একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০ ভাগ বেশি ভালো

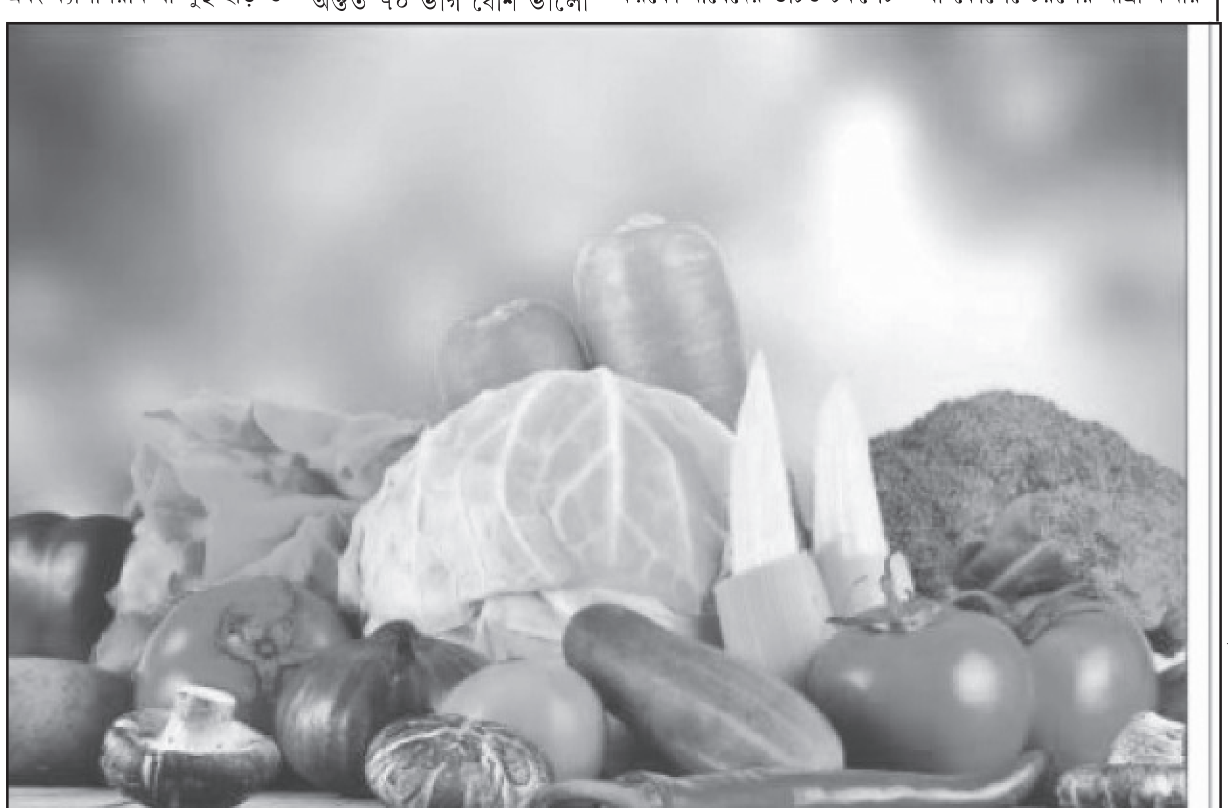

থাকে। ডিমে রয়েছে প্রচুর আররন, যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।

সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলঃ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ কার্যকরী বূমিকা রাখে। মস্তিস্কে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের ৪০ ভাগ হচ্ছে ডিএইএ, যা সামুদ্রিক ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। এই ধরনের যৌগিক উপাদান অন্য খাবারে প্যায়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত তিনদিন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

কলাঃ কলা এমন একটি ফল, যাতে আছে প্রচুর পরিমাণে কলকারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা।

প্রাতরাশের কিছু সময় পর হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে একটি কলা খেলে আপনার বাচ্চাটি সকাল জুড়েই তার শক্তি ধরে রাখেতে পারবে। ফলে যে কোনও কাজে তার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই টুকিটাকি স্ন্যাক্স হিসেবে সন্তানের ব্যাগে চিপস বা বিস্কিটের প্যাকেটের বদলে একটি কলা দিয়ে দিন।

শুকনো ফলঃ যেসব ফল শুকিরয়ে রাখা যায়, সেগুলিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এগুলি হল ব্যাপক শক্তির উৎস। তাই শিশুদের শুকনো ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তাহলে শিশুর মেধঘা বিকাশে অনেক প্রসারতা লাভ করবে। মাযেদের উচিত চকলেট খেতে না দিয়ে শুকনো ফল দেওয়ার অভ্যাস করানো। এতে শিশু সুস্থ ও ভালো থাকবে।

পনিরঃ ফ্যাটি কম, ফাইবার বেশি এই ধরনের খাদ্য গ্রহণেণ গাইডালাইন বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নয়। শিশুদের বর্ধিষ্ণু দেহের জন্য দরকার তুলনামূলক বেশি প্যাট ও কম শর্করা। এতে তারা দেহে বেশি শকিরত পায় বিভিন্ন করাজ অনেক ভালোভাবে করতে হবে।

বাদামঃ শিশুকে প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম খেতে দিন। কারণ বাদামে রয়েছে ভিটামিন, যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধানের ক্ষমতা বাড়ায়। কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, চিনাবাদাম সহ যে কোনও ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কালোজামঃ কালোজামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ক্ষতির হাত থেকে হার্ট ও মস্তিষ্কের বাঁচায়। একই সঙ্গে হার্টে রক্ত সঞ্চালন ও বাড়িয়ে দেয় এই ফলটি। তাই শিশুর প্রতিদিন ১-১টা কালোজাম খেতে দিতে চেষ্টা করুন।

লাল আপেলঃ আপেলের খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট। এছাড়া এতে রয়েছে এমন উপাদান, যা মস্তিষ্ককে ক্ষুরধার করার পাশাপাশি হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়। আপেল অনেক শিশু খেতে ভালোবাসে, তাই শিশুকে আপেল খেতে দেবেন বেশি করে।

কুমড়ার বীজঃ কুমড়া যেন উপকারী, তেনমই এর বীজে রয়েছে নানা খনিজ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও মস্তিষ্কের ক্ষুরধার করে তোলে। সুতরাং কুমড়ার বীজ না ফেলে দিয়ে শিশুকে ভেজে দিতে চেষ্টা করবেন।

মধুঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপকারিতায় কোনও খাবার সম্ভবত মধুকে টেক্কা দিতে পারবে না। সব রোগের নিরাময় করতে মধু প্রয়োজন গয়। এতে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ফস, ফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি। হাঁট ও মস্তিষ্কের জন্যও মধু একই রকম প্রয়োজনীয়।

দেহের জন্য অবশ্যক।

একই সঙ্গে পনির মুখেরভেতরে যে অ্যাসিড দেহের ক্ষয়ের জন্য দায়ী, সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়। সুতরাং এই খাবর শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিস্ক মানবদেহে অন্যান্য অংশের বিকাশ ও সঠিক পরিচালনা অনেকাংশই নির্ভর করে শিশুকালেই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির উপযুক্ত বিখাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেনে নিই মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে সন্তানকে

গ্রীষ্মকালীন রোগজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার

আম আমাদের নানা রোগের মধ্যে মুকুলের ঝলসা, গুটির ক্ষত ও ঝরা, চয়ন পরবর্তী পর্যায়ে ফল পচা, সাদা গুড়োচিতি, গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফরমেশন, আঁচিল/ ক্যাংকার, পাতা ও ডগা ঝলসা, কাণ্ডের আঠা ঝরা ও ডাল শুকনো, পাতা, মুকুল ও ফলে আস্তরন এবং আমের বোঁটা পচা ও ফল পচা রোগ উল্লেখযোগ্য মুকুলের ঝলসা রোগ প্রস্ফটিত ফুল ফোঁটার সময় ঘন কুয়াশা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা বৃষ্টি হলে ছাত্রাকের আক্রমণে মুকুল ও ফুলগুলি কালো হয়ে যায়। পরে শুকিয়ে ঝেড়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুল আমের গুটি হয় না।

প্রতিকার ফুল ফোটার সয় ২৪-৪৮ ঘমটা কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি হলে আগাম সাবধানতার জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ছত্রকনাশক আঠার (০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে) সঙ্গে জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কার্বেন্ডাজিক ও ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক পাউডারের মিশ্রণ (মেন সাফ) - দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে বা থায়োফেনেট মিথাইল (রোকো)-১ গ্রাম/ লিটার জলে বা ক্লোরোথ্যালোনি (কবচ)-২ গ্রাম/ লিটার জলে বা কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার)-৩ প্রাম/ লিটার জলে। গুটি ক্ষত দাগ মটর দানার মতো আমের গুটিতেক, কখনও বা মার্বেল আকৃতি আমের গায়ে অবতল আকৃতির ছোট ছোট কালো দাগ হয়। আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে গুটি বা বাড়ন্ত ফল ঝরে যায়। ছত্রাক ঘটিত এই রোগ নিয়ন্ত্রেণে আমের গুটি ও বাড়ন্ত ফলে ছত্রাকনাশক কার্বেল্ডাজিম বা থায়োফেনেট মিথাইল-এক গ্রাম/ লিটার জলে আঠা-সহ গুলে এক-দু’বার স্প্রে করতে হাবে। সাদা গুঁড়িচিতি রোগ পুল ফোটা থেকে গুটি ধরার সময় এই ছত্রাকের আক্রমণে পুষ্পদণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী ও ছোট আমের গুটিতে সাদা পাউডারের আস্তরণ পড়ে ফুল ও গুটিগুলিশুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে যায়।

প্রতিকার

এই রোগ প্রতিকারে ফুল ফোটার আগে পুষমঞ্জারী দণ্ডের দৈর্ঘ্য যখন তিন-চার ইঞ্চির মতো হবে তখন জলে গোলা সালফার ঘটিত ছত্রাকনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ শতাংশ পাউডার) ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠার সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ট্রাইডেমেফন ২৫ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা কার্বেল্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা হেক্সাকোনাজল পাঁচ শতাংশ ০.৫ মিলি প্রতি লিটারে জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই সময় শোষক পোকার উপস্থিতি বেশি মাত্রায় থাকলে ছত্রাকনাশকের সঙ্গে কীটনাশক ইমডজাক্লোপ্রিড ১৭.৮ শতাংশ ইসি ০.৩ মিলি প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের উপস্থিতি বুঝে ১০ দিন বাদে একবার এবং গুটি ধরার সময় আরও একবার অবশ্যই কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার দিয়ে স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়। আমের গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফফরমেশন জন্য পুষ্পমঞ্জুরী ফুলগুলি ঠাসাঠাসি ও ঘন সন্নিবেশিত হয়ে লম্বাটে বলাকৃতি মতো হয়, পুষ্পমঞ্জরী ফল ধারণে অক্ষম হয়। অনেক সময় ডালের আগায় বা শাখা-প্রশাখার মব্যতর্বী অংশ থেকে অগ্রজ মুকুলগুলি ছোট ছোট গুচ্ছ পাতায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ লক্ষণকে ‘ভেজিটোটিভ’ ম্যালফরমেশন বলে। প্রতিকার যে সমস্ত বাগিতার রোগের তীব্রতা কম সেখানে আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দিতে হবে। একই গাছ থেকে বেশি মাত্রায় মুকুল কলমের জন্য নেওয়া যাবে না। আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দেওয়ার পর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার (১ গ্রা/লি) মাকড়নাশের সঙ্গে যেমন ডাইকোফন ২.৫ গ্রা/ লি বা ডায়াফেনথিউয়ন এক মিলি /লি) জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে নিয়মিত

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে মিয়মিত। কারণ, ঠিকঠাক বৃদ্ধি না ঘটলে পিছিয়ে পড়বে শিশু। তাই সে বেড়ে উঠছে কি না জানতে হলো নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত গ্রোথ চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বয়স অনুযায়ী ওঝন, উচ্চতা, মাথার পরিধি গ্রাফের সাহায্যে বানানো থাকে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা চার্ট আছে, যা দিয়ে সহজেই শিশুর বৃদ্ধি মাপা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠেরপর প্রথম সপ্তাহে ওজন কমে এবং দু-তিন সপ্তাহে ওজন স্থির থাকে। এরপর ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। পরবর্তী মাসগুলোতে আরেকটু কম হারে ওজন বাড়তে থাকে, ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজন বাড়ে। ৬ মাস বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওঝনের দ্বিগুণ হয়, এক বছরে ৩ গুণ, দুই বছরে ৪ গুণ, তিন বছরে ৫ গুণ, পাঁচ বছরে ৬ গুণ হয়। তবে জন্ম ওজনের পার্থক্যেবর কারণে এখই বয়সী দুটি শিশুর ওজনের কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে।

সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি পেলে আবার স্বাভাবিক ওজনের পৌঁছে যায়। শিশু বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, ওঝন ও উচ্চতা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত, তাহলে সহজেই বোঝা যায় শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। আবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাবার দেওয়ার পরও তার ওজন না বাড়ে, তবে দেখতে হবে সেই খাবার পুষ্টিকর কি না। শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে কি না। অসুস্থ অবস্থায় কম খেতে পারে এবং অসুখ সেরে গেলে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে তাকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। শিশুর প্রয়োজন মতো ভিটামিন ‘এ’ পাচ্ছে কি না। শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছেথ কি না। যেভাবে নজর রাখতে হবে—জন্মের পর থেকে ২ বা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওঝন নিতে হবে। যদি পরপর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে, তবে বুঝতে হবে তারকোন সমস্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বয়স পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবর দিতে হবে।

সাধারণভাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শিশুর ওঝন বাড়লে বুঝতে হবে শিশুর শরীর টিকমতো বাড়ছে, তার মানসিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে এবং তার মনেও সুস্থ আছে। অন্য শিশুর ওজনের তুলনায় নয়, নিজের ওজনের তুলনায় শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুর ওজন ঠিকমতো না বাড়লে তাকে আরও ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার পরও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে চিকিৎশকের পরামর্শ নিতে হবে। অসুখ -বিসুষ কম বা অনপযুক্ত খাবার সেবাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায়, সে রোগব্যাধিতে খুব কম ভোগে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি সব টিকা দেওয়া জরুরি। কারণ, টিকা রোগ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সাহায্য করে। শিশুদের পাকস্থলী বড়দের তুলনায় ছোট। তাই একেবারে অল্প পরিমাণে খাবার খেতে পারে। তাই ঠিকমতো বেড়ে ওঠার জন্য বলকারক খাবারের পাশাপাশি ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। সারা দিনে ৫ থেকে ৬ বার।

মিশ্র অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত। নরম তরিতরকারি, ছো; মাছ, ডিম, ডাল, তেল, চিনি বা গুড় মেশাতে হবে এবং মৌসুমি ফলও খাওয়াতে হবে। এজন্য শিশুকে শুকনো বা হালকা খাবার যেমন ফল, রুটি, মোয়া, নাড়ু, বিস্কুট, বাদাম, কলসা অথবা হাতের কাছে যেসব পুষ্টিকর নিরাপদ খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো ক্যায়ার ফাঁকে ফাঁকে দিতে হবে। আর যেসব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের বাইরে খাবার দেওয়ার আগে মায়ের বুকের দুধ কাওয়াতে হবে। তাহলে মায়ের বুকে অনেক দিন দুধ তাকবে। শিশুর বাড়তি শক্তির প্রয়োজন মেটাতে পরিবারের স্বাভাবিক খাবার অল্পে পরিমাণে ঘি, সয়াবিন তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল অথবা বাদামের গুঁড়ো মেশানো যেতে পারে, তা খাবার সমৃদ্ধ হয়।

বিদেশি সবজি বাড়ায় স্বাদ

আমাদের দেশি সবজি মানে ঢ্যাঁড়শ, আলু, বেগুনের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম বিদেশি সবজিও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণেই। আর এগুলি রান্নায় দিলে তার স্বাদ বাড়ে বই কমে না। আসুন এগুলির উপকারিতকাগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক—

ব্রকোলি ঃ প্রথমেই বলতে হয় ব্রকোলি নাম। ফুলকপির মতো দেখতে হলেও পুরোটাই সবুজ আর ফুলকপির থেকে এর স্বাস্থ্যগুণও অনেকটা বেশি। হালকা ভেজে স্যুপ বা স্যালাডে দিয়ে কিংবা ন্যুডলসে অন্যতম উপকরণ হিসাবে এই সবজিটি ব্যবহার করা হয়। এই ব্রকোলিতে থাক প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এটি রক্তাল্পতা দূর করার সহায়ক। এককাপ সেদ্ধ করে কুচোনো ব্রকোলি থেকে াাপনি পাবেন ৪৫ কিলো ক্যালরি শক্তি। এছাড়া থাকে শর্করা, ভিটামিন, মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

চাইনি ক্যাবেজ ঃ এগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো হলেও রংটা বেগুলি ঘেঁষা, তাই এগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে রেড ক্যাবেজ। এতে এমন কিছু উপাদান মজুদ যা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এক কাপ রেড ক্যাবেজ ১.৭৮ গ্রাম প্রোটিন মজুদ। এ ব্যাতীতও এটি পটাশিয়অম,

ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড। ভিটামিন ও সি এর দুর্দান্ত উৎস।

ক্যাপসিকামঃ আদতে বিদেশি হলেও এটা এখন দেশি সবজিরই অংশ হয়ে গেছে। ক্যাপসিকাম তিন রকমের হয় হলুদ, লাল ও সবুজ। এদের মধ্যে লাল ও হলুদ ক্যাপসিকামে পিটা ক্যারোটিন বেশি। এটি চোখ ভালো রাখে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়সজনিত রেটিনার রোগ ম্যাকউলার ডিজেনারেশ আটকায়। এর ভিটামিন সি ও লিউটেইন শরীরের হজমক্ষতা বাড়ায়, আথ্রাইটিসের রোগীরা খেলে উপকৃত হবেন। ১০০ গ্রাম ক্যালসিয়ামে ৪০ ক্যালরি শক্তি থাকে।

বেবি কর্ন ঃ বিদেশি সবজির নাম আসবে, আর সেখানে বেবিকর্নের নাম থাকবে না এমনটা হতে পারে না। এতে আছে ফ্রুক্টোজ, ফলে যেসব রোদীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কম, তাঁরা এটি খেতে পারেন। এক কাপ। বেবিকর্নে ৭০ কিলো ক্যালরি রয়েছে। এছাড়া এর লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ সবকিছু চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, হাড়ের স্বাস্থ্য মজবুত করার জন্য জরুরি।

মাসরুম ঃ সত্যি কথা বলতে কী মাশরুম এখন বঙ্গজীবনের অঙ্গ। রান্না করে, সেদ্ধ করে স্যুপ দিয়ে খান। মাশরুমের তরকারি খেতেও দুর্দান্ত। তবে কখনই এটি কাঁচা খাবেন না। এবং মাশরুম খেয়ে শরীরের কোনও অ্যালার্জি বের হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখুন। এক কাপ সেদ্ধ মাশরুমে কাঁচা মাশরুমের তুলনায় অনেক বেশি প্রোটিন থাকে। ২ গ্রামেরও বেশি। এছাড়াও পটাশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি চোখের বালে ত্রারাখতে সাহায্য করে। তবে যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছেথ তাদের মাশরুম না কাওয়াই ভালো।

ত্রিপুরায় তৃণমূলের অভিযান নিয়ে ফের তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : ত্রিপুরায় তৃণমূলের অভিযান নিয়ে ফের তোপ দাগলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে ধরলেন যে, ত্রিপুরায় কলকাতা থেকে আগত তৃণমূলের সংঘবদ্ধদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে আক্রমণ করা হয়েছিল? পাবলিক ডোমেইনে এমন কোন নির্দেশনা ছিল না! উনি (মমতা) কি পেগাসাস গ্রাহক? কলকাতা থেকে কিছু সঙ বিমানযোগে ত্রিপুরা গেল। ফপরদালালি করতে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়ল। ফ্রাস্ট্রেশনে মটর সাইকেল পেটাল, গ্রেপ্তার হল, জামিন পেল। তারা বহিরাগত নয়? ত্রিপুরার পুলিশই বহিরাগত? এই বয়সে আবার বাংলা ভাষাটা নতুন করে শিখতে হবে দেখছি ! হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শ্রীনগরে গ্রেনেড ফেটে জখম ৫ জন, জঙ্গিদের নিশানায় এসএসবি-র বাঙ্কারও

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন ৫ জন সাধারণ নাগরিক। মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীনগরের হরি সিং হাই স্ট্রিটে সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অক্ষত রয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। তবে, গ্রেনেড ফেটে ৫ জন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। শ্রীনগরের অত্যন্ত ব্যস্ততম স্ট্রিট হল হরি সিং হাই স্ট্রিট।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দুপুরে আমিরা কাদালের কাছে হরি সিং হাই স্ট্রিটে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। রাস্তায় ফেটে যায় গ্রেনেড। আহত হয়েছেন ৫ জন সাধারণ নাগরিক। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, শ্রীনগরে এবার জঙ্গিদের নিশানায় এসএসবি-র বাঙ্কার। শ্রীনগরে, সিআরপিএফ-এর ডিআইজি কিশোর প্রসাদ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর ২.৪০ মিনিট নাগাদ এসএসবি-র বাঙ্কার লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে এক আততায়ী। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আফগানিস্তানের কাপিসা প্রদেশে এয়ারস্ট্রাইক, খতম ১১ তালিবান জঙ্গি

কাবুল, ১০ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তানের কাপিসা প্রদেশের নিজরাব জেলায় মার্কিন বাহিনীর বি-৫২ এয়ারস্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১১ জন তালিবান সদস্যের। মঙ্গলবার সকালে এই এয়ারস্ট্রাইকে ১১ জন তালিবান জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। প্রাদেশিক পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে কাপিসা প্রদেশের নিজরাব জেলার তাপা-ই-আহমেদ বেক এলাকায় তালিবান জঙ্গিদের নিশানা করে বি-৫২ এয়ারস্ট্রাইক চালায় মার্কিন বাহিনী। ওই এয়ারস্ট্রাইকে ১১ জন তালিবানের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, আগস্ট মাসের শুরু থেকে এযাবস্থা, ৪,০৪২ জন অস্ত্রে-জখম রোগীর চিকিৎসা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস (আইসিআরসি) সমর্থিত ১৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মঙ্গলবার আইসিআরসি-র পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বহু রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক।

ভূমিকম্পে কাঁপল দেহরাদূন, তীব্রতা মাত্র ৩.৮

দেহরাদূন, ১০ আগস্ট (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূন। মঙ্গলবার দুপুর ১.৪২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয় দেহরাদূনে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.৮। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ১.৪২ মিনিট নাগাদ ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল দেহরাদূন থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার উত্তরে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। দেহরাদূনে বহু মানুষ ভূমিকম্পের হালকা কম্পন টের পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

স্বর্ণমন্দির দেখে ফিরছিলেন বাড়ি, অমৃতসর-পাঠানকোট রোডে দুর্ঘটনায় দম্পতির মৃত্যু

অমৃতসর, ১০ আগস্ট (হি.স.): পঞ্জাবের অমৃতসরে অমৃতসর-পাঠানকোট সড়কে স্কুলবাসের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন স্বামী ও স্ত্রী। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই দম্পতির দু”টি শিশু। হতাহতদের বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরে। স্বর্ণমন্দির দর্শনের পর বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার অমৃতসর-পাঠানকোট হাইওয়ের উপর সোহিয়ান গ্রামের কাছে তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি স্কুল বাস। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, স্কুলবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উঠে যায় ও রাস্তার অন্যদিকে চলে যায়, তারপর ধাক্কা মারে ওই গাড়িতে। সোহিয়ান পুলিশ ফাঁড়ির এসে নরেশ কুমার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম-নরিন্দর পাল সিং (৪৫) ও তাঁর স্ত্রী গুরপ্রীত কৌর (৪২)। তাঁদের বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরে। আহত হয়েছেন তাঁদের দুই সন্তান। স্বর্ণমন্দির দর্শনের পর এদিন বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। কী কারণে দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জাগুনে বুনো হাতির রহস্য মৃত্যু, তদন্তে বন দফতর

জাগুন (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : ফের এক বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এবার উদান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত জাগুনের কথাসেমায় আজ মঙ্গলবার সকালে একটি বুনো হাতির মৃতদেহ দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, হাতিটির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পশু চিকিৎসক নিয়ে অকুস্থলে ছুটে গেছেন বন দফতরের কর্মীরা। তাঁরা ময়না তদন্তের জন্য মৃত হাতির শরীরের অঙ্গ কেটে নিয়েছেন। এর আগে স্থানীয় মানুষজন হাতিকে ফুল, ধূপধুনো দিয়ে তার শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে পুজো দিয়েছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, পার্শবর্তী বনাঞ্চল থেকে খাদ্যের সন্ধানে জনপদে এসে হাতিটির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। হাতিটির রহস্যমৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, কোনও ব্যক্তি বিদ্যুৎ সংযোগ করে রাখায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে হাতিটি। এদিকে, ঘটনা সম্পর্কে এখনই কোনও মন্তব্য দিতে চাইছেন না বন আধিকরিক। বলেছেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর তদন্ত শুরু হবে। তবে ইতিমধ্যে তাঁরা প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করেছেন।

দু”দিনের সফরে কাশ্মীরে রাহুল গান্ধী, পুজো দিলেন মাতা খীর ভবানী মন্দিরে

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি.স.): দু”দিনের সফরে কাশ্মীর উপত্যকায় এসেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার রাতেই শ্রীনগরে আসেন রাহুল গান্ধী, মঙ্গলবার সকালে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় মাতা খীর ভবানী মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন রাহুল গান্ধী। এদিন সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে টুলমুল্লা গ্রামের মাতা খীর ভবানী মন্দিরে পৌঁছন রাহুল। রাহুলের আগমণের খবর আগে থেকেই ছিল প্রশাসনের কাছে। তাই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাহুলের সঙ্গে এদিন টুলমুল্লা গ্রামে যান প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদও। আজাদও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

করিমগঞ্জে পানীয় জল প্রসঙ্গে বিধায়ক কমলাক্ষের নানা প্রশ্নের জবাব মন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের অধীনস্থ লঙ্গাই জল শোধন কেন্দ্র (ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নবায়নের জন্য ৫৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার একটি প্ল্যান এস্টিমেট তৈরি করে ২০১৬ সালের ২৯ নভেম্বর (পত্র নং পিএইসইই / করিমগঞ্জ / এম-৮৩ / ২০১৬-১৭) পুরসভার কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ১৬ জুন পত্র নম্বর কেএমবি / পিডব্লিউ / ১৭-১৮ / ১০৮-এর মাধ্যমে পুরসভা প্রকল্প নবায়নের জন্য তৈরিকৃত প্ল্যান এস্টিমেটটি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে পাঠায়। পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের উপ-সচিব ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই পিএইসইডি-২২৩/২০১৬/২০ নম্বরের পত্রের মাধ্যমে রাজ্যের আরবান ডেভেলপমেন্টের কমিশনার-সচিবের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত লঙ্গই জল শোধন কেন্দ্রের নবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়নি। চলতি বিধানসভা অধিবেশনের দ্বাদশ দিন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ৫৮১ নম্বর তারাবিহীন এক প্রশ্নের উত্তরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস এই তথ্য তুলে ধরেন।

বর্তমানে লঙ্গাই জল শোধন প্রকল্প থেকে মাথাপিছু দৈনিক কত লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে? এ ব্যাপার দেশের মানদণ্ড কী পরিমাণ রয়েছে? কমলাক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী জানান, লঙ্গাই জল শোধন প্রকল্প থেকে মাথাপিছু দৈনিক ১১০ লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সিপিএইসইইও নামের সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী মাথাপিছু দৈনিক ১৩৫ লিটার জল সরবরাহ করার মানদণ্ড রয়েছে।

লঙ্গাই জল শোধন কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত জলের গুণগতমান অত্যন্ত নিম্নমানের। এ ব্যাপারে সরকার কি অবগত? কমলাক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিত দাস জানান, লঙ্গাই জল শোধন কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত জলের গুণগতমান নিয়মিত ভাবে জেলা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং বিএসআই-এর স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে তুলনা করেই এই জল খাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়। তবে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস সঙ্গে এ-ও জানান, প্রায় অর্ধশতাব্দী প্রাচীন লঙ্গাই জল শোধন কেন্দ্রের পাইপ লাইন বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে হয়তো শহরের কোনও কোনও অঞ্চলে জলের গুণগতমান নিম্নমানের হতেও পারে। তবে পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে বিভাগীয় তরফ থেকে তা সারিয়ে তোলা হয়ে থাকে।

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান সকল জল শোধন কেন্দ্র (ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) ডিজেলের সাহায্যে চালিত হচ্ছে, সেগুলো বিদ্যুতের সাহায্যে চালানোর ক্ষেত্রে সরকার কি কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে? বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এই প্রশ্নের উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বিধানসভায় জানান, গ্রামাঞ্চলের ডিজেল চালিত জল শোধন কেন্দ্রগুলো জলজীবন মিশনের অধীনে বিদ্যুতায়ন করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে। খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে জানান জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

বরাক-ডিমা হাসাও-কারবি আংলং ও হোজাই জেলাকে নিয়ে পৃথক হিড়িম্বারাজি রাজ্যের দাবি, ১৪ আগস্ট থেকে ৩৬ ঘণ্টার বনধ আহ্বান ডিএনএলএ-র

হাফলং (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ডিমা হাসাও, কারবি আংলং এবং হোজাই জেলাকে নিয়ে পৃথক হিড়িম্বারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে আগামী ১৪ আগস্ট থেকে ৩৬ ঘণ্টার বনধ আহ্বান করেছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠন। পৃথক হিড়িম্বারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে এবার ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি ১৪ আগস্ট থেকে ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা সহ কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কারবি আংলং এবং হোজাই জেলা বনধের ডাক দিয়েছে। মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতি যোগে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির চেয়ারম্যান আরমিনডাও ডিমাসা ও প্রচারসচিব রিংসমাই ডিমাসা এ খবর জানিয়েছে। গভীর জঙ্গল থেকে জঙ্গি সংগঠনটির এক শীর্ষ নেতাও ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, আমরা কারও জমি ছিনিয়ে নিতে চাইছি না। প্রথম থেকে যে সব এলাকা নিয়ে ডিমাসা রাজ্য রয়েছে তা আমরা দাবি করছি যা ভারত সরকার ও অসম সরকারের জানা রয়েছে। আর যতক্ষণ আমাদের এই দাবি আদায় হবে না আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এর আগেও ডিএনএসএফ, ডিএইচডি, ডিএইচডি (জে) এই দাবি জানিয়ে আসছিল। ভিডিও বার্তায় জঙ্গি সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েথে, ১৯৯১ সাল থেকে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা কাছারিদের সমস্যা সমাধান করার দাবি করে আসছে। কিন্তু ভারত সরকার এবং অসম সরকার ডিমাসা কাছারি সমস্যার সমাধানে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই জঙ্গি সংগঠনটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে তাদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ভারত এবং অসম সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। জঙ্গি সংগঠনটি আশাবাদী, ভারত সরকার ও অসম সরকার তাদের দাবি নিয়ে চিন্তাচর্চা করবে, ভিডিও বার্তায় জঙ্গি সংগঠনটির নেতা উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে এককালে ত্রাস সৃষ্টিকারী ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠন অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার পর ডিমা হাসাও জেলায় স্থায়ী শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু এবার পুনরায় ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি নামের জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করায় পুনরায় পাহাড়ে অশান্তির আশঙ্কা দানা বাঁধছে। কিছুদিন আগে কারবি পাহাড়ে আধাসেনা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির ছয় সদস্য নিহত হয়েছিল। তার পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনটির কোমর সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। তবে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জঙ্গি সংগঠনটি পৃথক হিড়ম্বারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে ৩৬ ঘণ্টার বনধ ডেকে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাঁচগ্রামে গ্রেফতার মানব পাচারচক্রের পাণ্ডা ১৯ যুবকের খোঁজে দিল্লি যেতে পারে কাটিগড়া পুলিশ

কাটিগড়া (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়ার বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরিব অসহায় যুবকদের বহির্রাজ্যে বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে বিক্রির মূল পাণ্ডা বাপন দাসকে মঙ্গলবার সকালে পাঁচগ্রামের একটি বাড়ি থেকে স্থানীয় লোকজন আটক করেন। পরে কাটিগড়া থানার গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে সমঝে দেওয়া হয় ধৃত যুবককে। গুমড়া পুলিশ তাকে মানবপাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ বাপন দাসকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছে। কাটিগড়ার মোট ২৪ জন গরিব যুবককে পঞ্জাবের বিস্কুট কোম্পানিতে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে হিমাচল প্রদেশ এবং কাশ্মীরে মানব পাচারচক্রের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্বেগজনক ঘটনায় গোটা কাটিগড়া তথা বরাক উপত্যকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। আজ এই মানবপাচার চক্রের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বাপন দাসকে গ্রেফতার করার খবরে কিছুটা হলেও স্বস্তির ছাপ পরিলক্ষিত ২১ যুবকের অভিভাবক মহলে। ধৃত বাপন দাসের সূত্র ধরে মানবপাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পাণ্ডাদের হদিশ বের করে কাটিগড়ার আরও ২১ জন নিখোঁজ যুবকদের উদ্ধার করতে আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে দিল্লি, হিমাচল ও কাশ্মীরে রওয়ানা হতে পারে কাটিগড়া পুলিশের দল।

উল্লেখ্য, প্রায় দেড় মাস আগে আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গুমড়ার পার্শবর্তী খেলমা চতুর্থ খণ্ডের বাপন দাস ও দিল্লির দুই যুবক এসে গুমড়া, দিগরখাল, গোবিন্দকোপা, কালাইনছড়া, কোণাপাড়া গ্রাম থেকে দু দফায় মোট ২৪ ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক দফায় ২১ জন এবং পরে তিনজন সহ মোট ২৪ জনকে নিয়ে যায় খেলমার বাপন দাস ওরফে মঙ্গল। এ নিয়ে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়ি ও কালাইন পুলিশ পেট্রোল পোস্টে বাপন দাসের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক দুটি মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে গত ছয় থেকে সাতদিন দিন আগে। ঘটনার দেড় মাস পর কাশ্মীরের মানব বিক্রি চক্রের খপ্পর থেকে নিজের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে কৌশলে পালিয়ে বাড়ি আসতে সক্ষম হয় গোবিন্দকোপার রাজীব দাস ও কালাছড়ার প্রীতম গোঁসাই। বরাতজোড়ে ওই দুই যুবক পালিয়ে এসে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ চিরাজ শইকিয়াকে সবিশেষ জানান।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী পঞ্জাবে বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে চাকরির পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কাটিগড়ার ২১ যুবককে হিমাচল প্রদেশ ও কাশ্মীরে মানুষের ঘরের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ঘর মালিকদের কাছ থেকে অগ্রিম মোটা অঙ্কের বিনিময়ে অসহায় গরিব যুবকদের বিক্রি করার অভিযোগ করেছেন তারা। ৭ আগস্ট দিগরখালের গোবিন্দকোপার ভানু শুক্লবৈদ্য গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে খেলমা চতুর্থ খণ্ডের (মগলগড়) বাসিন্দা নিরু দাসের ছেলে বাপন দাসকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছেন।

ভানু শুক্লবৈদ্য এফআইআরে উল্লেখ করেছেন, অভিযুক্ত বাপন দাস আনুমানিক দেড় মাস আগে পঞ্জাবের বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে দশ হাজার টাকা মাসিক বেতনে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার ভুয়ো আশ্বাস দিয়ে কালাইনছড়া, গোবিন্দকোপা এলাকার ২১ জন যুবককে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। ভানু শুক্লবৈদ্য লিখেছেন, তাঁর নিজের ছেলে বিপ্টু শুক্লবৈদ্য (১৯), কালাইনছড়ার নীলমণি শুক্লবৈদ্যের ছেলে বিপ্লব শুক্লবৈদ্য (২০), মনু গোসাঁইয়ের ছেলে বিশাল গোঁসাই (২২), শিবলাল গৌসাঁইয়ের ছেলে মুনা গোঁসাই (১৬), গোবিন্দকোপার রবি ওরাঙের ছেলে রাজু ওরাং (২০), নিবারণ দাসের ছেলে দীপক দাস (২৩), গোবিন্দকোপার সন্তোষ দাসের ছেলে রাজীব দাস (২২), কালাইনছড়ার অমূল্য গোঁসাইয়ের ছেলে প্রীতম গোঁসাই (২০) সহ অন্যদের নিয়ে যায় অভিযুক্ত বাপন দাস ওরফে মঙ্গল।

পঞ্জাবের বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে চাকরি প্রদানের কথা বলে কয়েকজনকে হিমাচল প্রদেশ এবং বাকিদের কাশ্মীরে মানুষের ঘরের কাজে নিয়োজিত করা হয়। অভিযুক্ত বাপন দাস ঘর মালিকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে বিপ্টু শুক্লবৈদ্য সহ সবাইকে বিক্রি করেছে বলে এফআইআরে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন বিপ্টুর বাবা ভানু শুক্লবৈদ্য। তিনি আরও লিখেছেন, তার ছেলে বিপ্টু এক মাস পর যখন ঘর মালিকের কাছে বেতন চায় তখন আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে যায়। বিপ্টুর ঘর মালিক জানিয়েছে বাপন দাস এককালীন ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিপ্টুকে বিক্রি করেছে। এভাবে বাকিদেরও টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে বাপন দাস। যদিও ছয়-সাতদিন আগে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা তথা ঘর মালিকদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে প্রীতম গোঁসাই ও রাজীব দাস।

প্রীতম ও রাজীবের মুখ থেকে ঘটনাবলি শুনে বাকি ছেলেদের পরিবারে বর্তমানে হাহাকার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। নিজের ছেলে বিপ্টুর জীবনের কথা চিন্তা করে নিরুপায় হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে এফআইআর দাখিল করেন ভানু শুক্লবৈদ্য। পুলিশ কাটিগড়া থানায় ৬৩৮/২০২১ নম্বরে মানব পাচারের বিভিন্ন ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে। অভিযুক্ত বাপন দাসের সামগ্রিক চালচলন অত্যন্ত সন্দেহজনক হওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রামের লোকজনদের তীব্র অসন্তোষ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পুলিশ একাধিক সোর্স কাজে লাগিয়ে অভিযুক্ত বাপনকে আটক করতে সক্ষম হয়। আজ সকালে শিলচর পানপট্টি থেকে তাকে নজরদারি করে কৌশলে পাঁচগ্রামে নিয়ে আসা হয়। বলতে গেলে পাঁচগ্রামে তার নিজের আত্মীয়-স্বজনরা আটক করে রাখেন তাকে। পরে গুমড়া পুলিশ গিয়ে গ্রেফতার করে বাপনকে।

এদিকে কোণাপাড়ার দশরথ মুণ্ডা গতকাল ৯ আগস্ট কালাইন পুলিশ ফাঁড়িতে বাপন দাসের নামে এফআইআর দায়ের করেছেন। এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে

বি-সভা নির্বাচনের আগে ১০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন অখিল গগৈ, বিস্ফোরক এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : ২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে কৃষক নেতা তথা রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈ ১০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন এআইইউডিএফ-এর কাছে। অখিলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন এআইইউডিএফ-বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় তিনি এআইইউডিএফ-এর বিরুদ্ধে অহরহ সোচ্চার থাকেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোটেও শামিল হতে আপত্তি তাঁর, বলেন আমিনুল। এআইইউডিএফ থাকলে তাঁরা (রাইজর দল) মহাজোটে কেন শামিল হবেন না, সাংবাদিকের এই জিজ্ঞাসার জবাবে বিস্ফোরক আমিনুল অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে অর্থ দাবির অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় এখন এআইইউডিএফকে সাম্প্রদায়িক দল বলে আখ্যযা দেন অখিল। নির্বাচনের আগে তাঁর দলকে শক্তিশালী করতে এআইইউডিএফ-এর কাছে ১০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন অখিল গগৈ। টাকা না দেওয়াই এআইইউডিএফ-এর অপরাধ এবং এজন্যই মহাজোটে শামিল হতে চাচ্ছেন না তিনি। এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম আরও বলেন, অথচ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহাজোট গঠনের সময় অখিল গগৈ ঘুণাক্ষরেও বলেননি, এআইইউডিএফ থাকলে তিনি বা তাঁর রাইজর দল মহাজোটে শামিল হবে না। কয়েক দফায় কথাবার্তার পরও এআইইউডিএফ-এর কাছে আশানুযায়ী অর্থ পাননি তিনি। সেজন্য সে সব কেন্দ্রে মহাজোটের প্রার্থী ছিলেন, সেখানে রাইজর দল নিজস্ব দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। এতে তিনি প্রকারান্তরে বিজেপিকে সহায়তা করেছিলেন, বলেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৫০৪, করোনা-আক্রান্ত আরও ৫২ জন

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে কিছুটা বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, বেড়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫২ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৫২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৬৮ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১১ হাজার ২৮০ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৫ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫০৪ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৮ শতাংশ।

আহত দক্ষিণী অভিনেতা প্রকাশ রাজ ভর্তি হাসপাতালে

তামিলনাড়ু, ১০ আগস্ট (হি. স.) : পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙেছে খ্যাতনামা দক্ষিণী অভিনেতা প্রকাশ রাজ। যার জেরে অভিনেতার অস্ত্রোপচারও করতে হবে। মঙ্গলবার টুইটারে নিজেই সেকথা ভাগ করে নিয়েছেন অনুরাগীদের সঙ্গে।

অভিনেতা জানান, পড়ে যাওয়ার ফলে হাড়ে সামান্য চিড় ধরলেও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে অপারেশন করতে হবে। যার জন্য ইতিমধ্যেই হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়ে গিয়েছেন প্রকাশ রাজ। সেখানকারই এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসক বন্ধু গুরুভারেড্ডির তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচার হবে। যদিও সেই হাসপাতালের নামোল্লেখ করেননি অভিনেতা। তবে এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চিন্তিত প্রকাশের অনুরাগীরা। তিনি যদিও তাঁদের আর্জি জানিয়ে টুইটে লিখেছেন, “চিন্তার কোনও কারণ নেই। শুধু আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।” হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিজেপি সাংসদদের নিজেদের কেন্দ্রের খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে টোকিও অলিম্পিক নিয়ে আলোচনা করলেন বিজেপি নেতারা। এদিনের বৈঠকে দলীয় সাংসদদের তাঁদের কেন্দ্রের খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের উঠতি খেলোয়াড়দের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বৈঠকের প্রধান আলোচনাই ছিল টোকিও অলিম্পিক নিয়ে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর অলিম্পিক নিয়ে একটি ‘প্রেজেন্টশন’ পেশ করেন। সেখানে এবারের অলিম্পিকের সাত পদকজয়ী ভারতীয়কে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের ‘স্ট্যান্ডিং ওভেশন’ দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের সাংসদদের কাছে আর্জি জানান, তাঁরা যেন তাঁদের কেন্দ্রের খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের উঠতি খেলোয়াড়দের কথা বলেন নরেন্দ্র মোদী।

এদিকে, এদিন প্রহ্লাদ যোশী অলিম্পিকের সাফল্য নিয়ে গর্ব ব্যক্ত করে বলেন, ”এবারের বাদল অধিবেশনে এটাই শেষ বৈঠক। যেভাবে অলিম্পিকে সর্বোচ্চ সাফল্য পেয়েছে দেশ তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।” পরে তিনি বৈঠক সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, এদিন প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের বলেন, তাঁরা যেন নিজের অঞ্চলের উঠতি খেলোয়াড়দের দিকে নজর রাখেন।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৯ জন

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.): প্রতিনিয়ত রাজ্যবাসীকে আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে ফের সামান্য বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৯ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৩৯ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩৪,৯৯৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,২৫২। অপরদিকে, একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৭২৪ জন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,০৬,৫৭২। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.১৫ শতাংশ। অপরদিকে একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪০,৪৬৯ জনের।

ফের পালটা হানা আফগান সেনার, খতম শতাধিক তালিবান

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): রক্তাক্ত আফগানিস্তানে সেনার পাল্টা আক্রমণে ফের খতম শতাধিক তালিবান। সোমবার সন্ধে থেকে মঙ্গলবারের সকাল পর্যন্ত আফগান বায়ুসেনার আক্রমণে শতাধিক তালিবান খতম হয়েছে। মঙ্গলবার একাধিক টুইটে এমনটাই জানানো হয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রক তরফে।

মঙ্গলবার সকালে করা এক টুইটে মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় কান্দাহারের বহিরাঞ্চল ও দন্দ, জেরিয়া, তখতাপোল জেলায় ৪৭ জন তালিবানকে খতম করার কথা। সেই সঙ্গে জানানো হয়, ওই হানায় ২৫ জনের আহত হওয়ার কথাও। তার আগে সোমবার সন্ধ্যা ৯টা নাগাদ হেলমন্দে ১০ জন তালিবান নিকেশ হওয়ার বিষয়ে টুইট করা হয়। তাদের মধ্যে ৩ জন আবার সিনিয়র তালিবান কমান্ডার। এছাড়াও আরেক টুইটে জানানো হয় লস্করগা ও হেলমন্দে ৪৫ জন তালিবান নিকেশ হওয়ার খবর। সব মিলিয়ে সোমবার সন্ধে থেকে মঙ্গলবারের সকাল পর্যন্ত শতাধিক তালিবান খতম হল আফগান সেনার হানায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর থেকেই ফের নতুন করে আফগানভূমের দখল নিতে শুরু করেছে তালিবানরা। আফগান সেনার সঙ্গে যুদ্ধে একের পর এক বড় শহরের দখল নিচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠী। উত্তরের বহু এলাকাই এখন তালিবানদের দখলে। এখনও পর্যন্ত ছয়টি প্রাদেশিক রাজধানী দখল করার দাবি করেছে জঙ্গিরা। এই পরিস্থিতিতে মার্কিনী সহায়তায় লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে আফগান সেনাও। গত রবিবারই মার্কিন সহায়তায় প্রত্যাঘাত করে আফগান সেনা। ওই দিন নিকেশ হয় প্রায় ২০০ তালিবান জেহাদি।

পাকিস্তানে ২৪-হাজার ছাড়াল করোনায় মৃত্যু, সুস্থতা ৯.৬৭-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ১০ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজার ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ৮৮৪ জন। সোমবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৮৬ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,০০৪ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৭৫,৫০৪ জন। ইমরান খানের দেশে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ০৭৩ জন।

মঙ্গলবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ৮৮৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৬ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৭৫,৫০৪। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৪,৪২৭। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

বক্সনগরে আই সি ডি এস প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোতে গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ আগস্ট।। স্বাস্থ্য ভালো যার,মন ভালো তার, সুস্বাস্থের কথা চিন্তা ,করেই এবং পরিবেশ সুস্থ রাখ, ভালো থাকো,বাঁচার মতো বাঁচতে হলে,গড়তে হবে দূয়া দূষণ মুক্ত পরিবেশ বাঁচবে সমাজ ও দেশ।উক্ত স্লোগান কে সামনে রেখে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি মা ও বোন দের রান্না করার জন্য যে খরি বা লাকড়ির প্র য়োজন সেটা উপলব্দি করেছেন,সঙেএটা ও দেখতে পায় লাকড়ির দূয়া যে কি রকমে স্বাস্থের হানির শিকার,তার হাত থেকে নিস্থার পাওয়ার জন্য মহিলা দের দূষণ মুক্ত করার জন্য উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাস প্রদান করেছেন।তারই অঙ দ্বিতীয় প র্যায়ের সারা ভারতের আই, সি ডি এস প্রকল্পের মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র গুলো তে গ্যাস সিলিনডার দুটো করে এবং সঙ্গে রেগুলেটর পাইব রান্না করা র জন্য চু ল্লি প্রদান করা। এই প্রকল্পটির ধারা অনুসরণ করেই আজ সকাল এগার টা ত্রিশ মিনিটের সময় বক্সনগর আই সি ডি এস প্রজেক্টরের মাধ্যমে একশত আঠারো টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ওর্য়াকারদের হাতে রান্না করা র জন্য গ্যাস সিলিনডার ও তার সাজসরঞ্জাম তাদের হাতে তুলে প্রদান করেন, বক্সনগর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি র চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার ও ভাইস চেয়ারম্যান এরশাদ মিয়া, সঙ্গে রয়েছে সমিতি র সদস্য নজরুল ইসলাম। তাছাড়া আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন সি ডি পি ও সুবীর ঘোষ এবং দপ্তরে র অন্যান্য কর্মকর্তা গন।বক্সনগর ব্লকে শিশু উন্নয়ন নিবিড় কেন্দ্র রয়েছে এক শত ঊনষাটটি তার মধ্যে প্রথম ধাপে একশত আঠারো টি সেন্টারে গ্যাস সিলিনডার প্রদান করা হইয়াছে,এবং বাদ বাকি সেন্টার গুলো তে দ্বিতীয় পর্যায়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সি ডি পি ও ।সরকারের দেওয়া মূল্য বান জিনিস পএ গুলি রক্ষনা বেক্ষনের দ্বায়িত্য অঙ্গ ন ওয়াড়ী ওর্য়াকার এবং সহায়িকার,তা হলেই দূয়া ও কালি মুক্ত পরিবেশ বিদ্যালয়ে থাকবে এবং শিশু দের কনো রোগবালাই থাকবে না।

আমার কাজ কোথায় ? রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাম যুব সংগঠনের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই/ উদয়পুর, ১০ আগস্ট।। আমার কাজ কোথায় ? এই জিজ্ঞাসাই মঙ্গলবার সম্মিলিত যুবন্ট্রে উচ্চারিত হলো খোয়াই মহকুমার চারটি স্থানে টি ওয়াই এফ-র উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে।এদিন বাচাইবাড়ী, চাম্পাহাওর, হাতকাটা ও আমপুরা বাজারে আয়োজিত হয় এই বিক্ষোভ জমায়েত।রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংগ হিসেবে এদিনের এই বিক্ষোভ জমায়েত সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে ।চারটি স্থানেই প্রকাশ্য বাজারের সাপ্তাহিক হাটে আয়োজিত কর্মসূচিতে যুবদের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সের ক্রেতা বিক্রেতা সাধারণ মানুষ অংশ নেন।হাতে হাতে সংগঠনের পতাকা আর দাবী সম্বলিত প্লেকার্ড পোস্টার নিয়ে যুবরা মুহূর্মুহূ শ্লোগানে গলা মেলান।চারটি স্থানের কর্মসূচিতে বক্তা ছিলেন টি ওয়াই এফ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুশান্ত দেববর্মা, বিভাগীয় সম্পাদক সুখময় দেববর্মা, বিভাগীয় সভাপতি বীরেশ দেববর্মা সহ যুবনেতা করিম দেববর্মা ও উমাশংকর দেববর্মা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুবনেতৃবৃন্দ বলেন , বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি আজ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা।দেশের সরকারের ভ্রান্ত নীতির পরিণতিতেই আজ এই সমস্যা।রাজ্যেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে না ।ডাবল ইনিনের নামে বেকারদের রুজি রোজগারের স্বপ্ন আজ ধুলিস্যাৎ।কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার দাবীতে দুর্বার আন্দোলনের আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

এদিকে, হ্যয়ার ইজ মাই জব- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বামপন্থী যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফের উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে উদয়পুর মহকুমা রমেশ চৌমূহনী এলাকায় ৮নং জাতীয় সড়কের পাশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে

মানব শৃঙ্খল তৈরি করে এক ঘন্টার বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়।এই বিক্ষোভ কর্ম সূচী থেকে আওয়াজ তোলাহয়- বেকারদের চাকুরি প্রদান নিয়ে বিজেপির ভাঁওতাবাজি বন্ধ করে সরকারী চাকুরি ত্বরান্বিত করা, ভিষণ ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পালন করা , বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা ইত্যাদি। আজকের এই কর্মসূচীতে যুবকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চড়িলামে অবৈধ কাঠ উদ্ধার চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ আগস্ট।। মঙ্গলবার সকাল বেলায় চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জার সঞ্জয় মজুমদার বিশালগড় রাস্তার মাথা থেকে শুরু করে জাতীয় সড়কের দুদিকে বৃক্ষ রোপন করার জন্য পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়েন। রাস্তা দুদিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে যখন তিনি বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের সামনে আসেন ঠিক সেই সময়ই বাইপাস থেকে টিআর ০৭ বি ১৮৭৭নাম্বারে একটি বোলেরো গাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে বেআইনি কাঠ পাচার করার উদ্দেশ্যে কমলাসাগর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো তখন কর্তব্যরত ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সঞ্জীব মজুমদার গাড়িটিকে দাওয়া করেন।

ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় মজুমদার কে দেখতে পেয়ে অবৈধ ভাবে বনদস্যুরা তাদের কাঠ বোঝাই গাড়িটি প্রবল গতিতে বিশালগড় এর দিকে পালিয়ে যায় ।কিন্তু ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় মজুমদার নিজে একা থেকেই কোন কিছু ভয়য়ের চিন্তা না করে সে গাড়িটির পিছু করতে থাকেন। অফিসটিলা গ্রামীণ ব্যাংক স্থিত একটি নবনির্মিত জাতীয় সড়কের পাশে বাড়ির খালি জায়গায় সে বেআইনি কাঠ বোঝাই বোলোরো গাড়ি ফেলে রেখে গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। তখন ঠিক একা সে গাড়িটি কে আটক করে রাখেন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার।

ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার গাড়িটিকে আটক করার পর কিছু বনদস্যুরা আটক বেআইনি কাঠ বুঝাই গাড়িটিকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অনেকটাই চেষ্টা করেন। ফরেস্ট রেঞ্জার সঞ্জয় মজুমদারের পিছন পিছন সেখানে অবস্থা বেগতিক দেখে ফরেস্ট রেঞ্জার অফিসার বিশালগড় থানায় খবর দেন। বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা ফরেস্ট রেঞ্জার অফিসারের খবর পেয়ে থানা থেকে একজন মহিলা কনস্টেবল সহ দুজন টিএসআর জওয়ানকে নিয়প সে জাগায় পাঠান।

তার পরবর্তী সময়ে চড়িলাম বনদপ্তর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সে বেআইনি আটককৃত কাঠ বোঝাই বড় গাড়িটিকে সোজা চড়িলাম বনদপ্তর অফিসে নিয়ে আসেন। তবে জানা যায় এ আটককৃত বেআইনি কাঠ বোঝাই মাল গুলোর মালিক মধুপুর শ্যামল বলে জানা যায়।

রইস্যাবাড়িতে সেতু নির্মাণ কাজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া রংইসস্যাবাড়ির পাখি পাড়া পিছলীঘাটের মাঝামাঝি স্থানে একটি সেতুর নির্মাণ কাজ প্রায় ছয় মাস আগে শুরু হয়। দুদিকে দুটি পিলার তৈরি করেই সেতু নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখে গা ঢাকা দিয়েছে ঠিকাদার। এব্যাপারে পূর্ত দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পাকা সেতুর নির্মাণ কাজ অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে টিকেদারের দাদাগিরি ঘিরে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ত দপ্তরের ভূমিকায় এলাকার জনগণ তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। জানা যায় ,গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তার পাখি পাড়া এবং পিচলিঘাটের মাঝামাঝি তারুয়া ছড়ার উপর প্রায় এক বছর আগে একটি পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু ছড়ার দুপাশে দু"টি পিলার তৈরি করেই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিকেদার হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। প্রায় ৬ মাস যাবত নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে থাকলেও গন্ডাছড়া পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কোন হেলদোল নেই। এমনকি টিকেদারের বিরুদ্ধে দপ্তর থেকে এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই নিয়ে পূর্ত দপ্তরের ভূমিকায় এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুগম করার জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন ।অবিলম্বে সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা না হলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকার জনগণ।

বন দপ্তরের উদাসীনতায় ক্ষোভ বাড়ছে জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। বন সৃজনের লক্ষ্যে রাস্তার দুপাশে গাছের চারা লাগানো হয়েছিল। ছোট চারা গাছ গুলিকে রক্ষার জন্য যে জোংরা লাগানো হয়েছিল সেগুলো এখনও কেটে ফেলা হয়নি। ফলে গাছগুলো সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। অবিলম্বে জোংরা গুলি খুলে ফেলার জন্য দাবি উঠেছে। সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত লোহার জোংরা গুলি গাছ বড় হওয়ার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।আগরতলা সিমনা প্রধান রাস্তায় খোয়াই চৌমুহনী সংলগ্ন স্থান, তারাপুর চৌমুনী থেকে বিজয়নগর ভায়া নরেন্দ্রপুর চা বাগান ও সিধাই বিওপি ক্যাম্প থেকে নতুন বাইপাস রোডের মধ্যে লাগানো হয়েছিল রোড স্যাড গাছ।২০১৭ ইং সালে এই গাছগুলি লাগানো হয়েছিল এম জি এন রেগা এর মাধ্যমে।গবাদী পশু যাতে গাছগুলিকে নষ্ট না করে তার জন্য প্রোটাকশান হিসাবে দেওয়া হয় লোহার জোংরা।

সেই সময়ে বনদপ্তরের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সঠিক ছিল।পরিবেশের স্বাভাবিক নিয়মে গাছগুলি বড় হতে থাকে।বর্তমানে অনেকগুলি গাছ সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না,কারণ সঠিক সময়ে এই জোংরা গুলি না কাটায়।কোথাও কোথাও জোংড়া গুলি গাছের কান্ডের মধ্যে ঢুকে গেছে।কোথাও কোথাও জোংরা ছিঁড়ে গাছগুলি বেড়িয়ে গেছে। বনদপ্তর যদি সঠিক সময়ে জোংড়া গুলি কেটে দিত তাহলে আজ এই অবস্থা হতো না। যে উদ্দেশ্যে গাছগুলি রোপন করা হয়েছিল আদৌ সেই উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা এটা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এই লৌহার জোংরা,যেগুলি গাছের মধ্যে ঢুকে গেছে সেই গাছগুলি আগামী দিনে ঝরো হাওয়ায় ভেঙ্গে পরার সম্ভাবনা রয়েছে. ।জোংরা গুলিকে অতিসত্বর কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী ।খোয়াই চৌমুহনী সংলগ্ন স্থানের গাছগুলি ন্যাশানাল হাইওয়ে রোড নির্মাণ সাপেক্ষে কেটে ফেলা হয়েছে এই কয়েকদিনে ।তবে বিজয়নগর এবং সিধাই বিওপি ক্যাম্প সংলগ্ন বাইপাস রোডে অনেকগুলি গাছ এই লৌহার জোংড়ার কারণে বেড়ে উঠতে পারছে না ।এই বিষয়ে মোহনপুর মহকুমার ফরেস্ট রেঞ্জার সুব্রত পালের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত রয়েছেন। মোহনপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় রোডসাইড ট্রি গুলির মধ্যে লোহার জোংরা রয়েছে।তিনি এই বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন এবং এই জোংরা গুলি কাটার জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করে কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ।বিভিন্ন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যুবক এবং বুদ্ধিজীবীরা এই জোংরা গুলি কাটার জন্য দাবি করেছেন ।তারা অভিমত ব্যাক্ত করে বলেন দপ্তরের আধিকারিকরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই এই গাছগুলিকে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল ।দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নও হয়েছে। কিন্তু একশো শতাংশ সফলতা পেতে গেলে অবশ্যই এই জোংরা গুলিকে কেটে সরিয়ে নিয়ে গাছগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে হবে।

তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া ব্লকের মাই গঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা যোগাযোগব্যবস্থার অপ্রতুলতায় দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন। অবিলম্বে এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা।নেই সংস্কারের কোন উদ্যোগ।এমন ঘটনা তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অধীন মাইগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত ধরে বেহাল অবস্থায়। এতে এলাকাবাসীরা দুর্ভোগের শিকার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এলাকার অধিকাংশ পরিবারই কৃষিজীবী।

রাস্তার এমন চরম অবস্থার ফলে ওই এলাকার কৃষকদের কৃষিজ ফসল বাজারজাত করতে বেগ পেতে হচ্ছে। মাই গঙ্গা এলাকার ৪নং ওয়ার্ডবাসীদের দাবি সরকার যেন অতি দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত দেয়। তবে রাস্তার যে ভগ্নদশা তা প্রত্যক্ষ করলে মনে হয় কর্দমাক্ত কৃষিজমি। এই রাস্তা ধরেই আট থেকে আসি বছর মানুষজনদের যাতায়াত করতে হচ্ছে নিজেদের জীবন বাজি রেখে। রাস্তার ভগ্নদশার কারণে এলাকায় কোন যানবাহনও যাতায়াত করতে অনিচ্ছুক।

যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় এলাকার মানুষজন রীতিমতো ক্ষুব্দ । অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

বাগবের বাজার শেড ঘরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ আগস্ট।। ২০১৭ সালে শেড বাজার ঘর নির্মান করার জন্য ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছি লেন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।বাগবের নতুন বাজার দ্বিতল ভবনের কাজ ধীর গতি তে চলছিল এবং আর্থিক সংকট ও ছিল তার জন্য ই শুভ দ্বারোধঘাটন পিছিয়ে গেল।প্রকলপটি ছিল বি এ ডি পি স্কীমের অর্থাৎ সীমান্ত বর্তী উন্নয়ন এরিয়া র সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য। যার অর্থ বরাদ্দ ছিলো প্রায় ২৬০০০০ ছাব্বিশ লাখ টাকা। আবারও বক্সনগর ব্লকে আরো একটি উন্নয়নের নতুন পালক সংযোগ হল।তাতে বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতটি পরিবারের সদস্য নতুন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হল এবং সংসারজীবন উন্নয়ন দিসার পথ প্রসারিত হবে। আজ বিকাল তিন ঘটিকার সময় বাগবের বাজার শেড ঘরের দ্বিতল ভবনের শুভ দ্বারোধঘাটন করেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার সাহেব। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য এবং পঞ্চায়েত সমিতি র চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার ও ব্লক মনডল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা।

তিপ্রা মথা

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্য কমিটির সহ- সভাপতি বিকাশ দেববর্মা। বর্তমানে আহত অষ্টরাম রিয়াং তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে বিজেপি জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি তথা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা অভিযোগ করে বলেন, তিপরা মথা দলের কর্মী সঞ্জিত রিয়াং-এর নেতৃত্বে এই হামলা সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে মুঙ্গিয়াকামী থানায় মৌখিকভাবে অবগত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কাউকে গ্রহণের সময় নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার শিল্পীদের দক্ষ কারুকার্যে ও নৈপুণ্যে তৈরি নানান সামগ্রীকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরার প্রয়াস করছি।

তাঁর দাবি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ আমাদের অন্যতম গুরুত্বের ক্ষেত্র। সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় বিকল্প কর্মসংস্থানের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় তৈরি বাঁশের বোতল দুবাইয়ে তিন হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঁঠাল-নির্ভর অর্থনীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। বেড়েছে কৃষকদের রোজগার, মিলছে ফসলের ক্ষতিপূরণ, জোর গলায় দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কদমতলায়

● **প্রথম পাতার পর**

নিজ বাড়িতে ডজার দিয়ে তার টিলা ভূমি সমতল করেন। টিলা ভূমি সমতল করার কিছু দিন পর গ্রামের প্রধান ইসলাম উদ্দিন তার বাড়িতে এসে তাকে এই সমতল ভূমিতে আগর বাগানের পরার্মশ দেন এবং এই ব্যাপারে পঞ্চায়েত থেকে আর্থিক সহায়তারও আশ্বাস দেন। গ্রাম প্রধানের আশ্বাস মোতাবেক ওয়াব আলীর ব্যাঙ্ক একাউন্টে আঠারোশ টাকাও ডুকেছে বলে গৃহস্থ ওহাব আলির বক্তব্য। এই টাকা ডুকার কিচ্ছু দিন পর পঞ্চায়েত থেকে একটি সাইনবোর্ড তার সমতল করা জমিতে লাগানো হয়। কিন্তু পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সাইনবোর্ডটি লিখতে আসলে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে। ওহাব আলি তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন তার নামে পঞ্চায়েত থেকে তার টিলা ভূমি সমতল করার ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে ।যাতে ব্যায় হয়েছে ১লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এই সাইনবোর্ড দেখে জমির মালিকের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। জমির মালিক ওহাব আলি সাইনবোর্ডটি লিখতে না দিয়ে এ ব্যাপারে সানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সচিবের কাছে গেলে তারা নানা তালবাহানা করে এরিয়ে যান বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে জমির মালিক ওয়াব আলী ৩০ জুলাই কদমতলা বিডিও কমল দেববর্মার নিকট লিখিত আভিযোগ করলেও এই ব্যাপারে সামান্য তম পদক্ষেপ গ্রহন করেনি বলে অভিযোগ করেন জমির মালিক। অথচ তার জায়গাতে ল্যান্ড লেভেলিং হয়েছে বলে ওয়ার্ক অর্ডার করা হয় এবং মাষ্টার রুলেও তা অন্তরভুক্ত করা হয়েগেছে। এদিকে এই ব্যাপারে কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব হিরণময় নাথকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান কোথায় কি কাজ হয়েছে ,কবে হয়েছে তা তিনি খোঁজ খবর না নিয়ে কিচ্ছু বলতে পারবেন না বলে এরিয়ে যান।সাথে গ্রাম প্রধান ইসলাম উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করবেননা বলে জানিয়ে দেন।

অপরদিকে কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতে রেগা প্রকল্পের কাজ না করিয়ে অর্থ নয়ছয় এর খবর চাউর হতেই এলাকাতে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এমনকি ৬ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত মেম্বার এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত নন বলেও জানান ।সাথে এলাকার জনগন দাবি তুলছেন এই ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্ত ও দোষী ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের।

প্রেরণ

● **প্রথম পাতার পর**

ধৃত পাঁচজনকে আদালত ১৬ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তাঁর দাবি, পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছিল আদালতে। কিন্তু বিবাদি পক্ষের আইনজীবী আজ পুলিশ রিমান্ডের ওপর শুনানিতে প্রস্তুত নন, তাই সময় চেয়েছেন। তিনি বলেন, আগামী ১৬ আগস্ট আদালতে পুলিশ রিমান্ডের আবেদনের ওপর শুনানি হবে। তাই ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ধৃতদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ বি, ৩০৭, ৩২৬, ৩৯২ এবং ৪২৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা মলয় ঘটক বলেন, ত্রিপুরায় দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে। কারণ, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ, বিরোধীরা ওই রাজ্যে কাজ করতে পারবেন না। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূলকে কোনওভাবেই দমানো যাবে না, সুর চড়িয়ে বলেন তিনি।

ব্যাঙ্ক

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে বিজয় দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ বাড়িতে থাকেন না। চড়িলাম রংমালা এডিসি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত হেরমা এলাকায় থাকেন বিজয় বাবু।

ব্যাংক যখন বাড়িটি ক্রুক করার নোটিশ লাগায় তখন পার্শবর্তী বাড়ির লোকজন ফোন করে বিজয় বাবুকে ঘটনা জানান। বিজয় দেববর্মা ২০১৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক চড়িলাম শাখা থেকে ১০লক্ষ টাকা হাউজ লোন নিয়েছিলেন। ৫ লক্ষ টাকা চাকরি থাকাকালীন পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। যেদিন থেকে চাকরি নেই বেতন বন্ধ হয়েছে সেই দিন থেকে উনি আর লোনের ইএমআই দিতে পারছেন না। যার ফলে ব্যাংক এই পদক্ষেপ নিয়েছে।১০৩২৩ এর সংগঠন এর রাজ্য নেতৃত্ব অজয় দেববর্মা জানান উনারা নাকি গ্রামীণ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন যতদিন বিকল্প কর্মসংস্থান না হয় ততদিন যাতে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়। জেনারেল ম্যানেজার নাকি আশ্বস্ত করেছিলেন।

তারপর হঠাৎ করে বিজয় দেববর্মা বাড়িতে নোটিশ লাগানোর ফলে চিন্তিত হয়ে পড়েন বিজয় দেববর্মা সহ ১০৩২৩ এর শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিজয় দেববর্মার প্রতি যাতে ব্যাংক সহানুভূতিশীল হয় তার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব সহ বিজয় দেববর্মা চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাংক এসে ডেপুটেশন দিয়েছেন। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে কোনো ধরনের স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি। তাতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মীনেই। যার ফলে প্রশিক্ষন ছাড়াই তিনজন হেল্পার দিয়ে প্লান্ট চালানো হচ্ছে। কর্মীস্বল্পতার জন্য বিগত দিনে এক ঘন্টার জন্য শান্তির বাজার পুর এলাকায় জল দেওয়া হতো। এই এক ঘন্টার জল দিয়ে লোকজনদের কোনো রকমে দিন কাটাতে হচ্ছে।

এরমধ্যে মোটর বিকল হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ ১০ দিনযাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে লোকজনেরা। মোটর বিকল হয়ে যাওয়া ও ১০ দিন যাবৎ জলের পরিষেবা বন্ধ থাকার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান প্লান্টের দায়িত্বে থাকা হেল্পার। জলের পরিষেবা সম্পর্কে ডিডব্লিউএস দপ্তরের মহকুমার আধীকারিক অনুপ চক্রবর্তীর নিকট জানতে চাইলে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে নারাজ। জানা যায় ,এই বিষয়ে ডিডাব্লিউএস এর মহকুমার আধীকারিক অনুপ চক্রবর্তী ও পুর পরিষদের সি ও শান্তির বাজার মহকুমা শাষক অর্ঘ্য সাহা এই বিষয়ে জেনেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন বলে অভিযোগ। পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও জানিয়েছেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ময়না তদন্ত করার পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে।

এদিকে জানা যায় ,গৃহবধূর একটি আড়াই বছরের সন্তান রয়েছে। গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন জানান তাদের মধ্যে সংসারে কোন ঝামেলা ছিল না। মেয়ের জামাই খুব ভালো বলে জানিয়েছেন। কিভাবে এবং কেন এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সংখ্যা

● **প্রথম পাতার পর**

হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখল করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৭৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ২৪ জন, গোমতি জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ১৩ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১০ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৩ জন, ঊনকোটি জেলায় ২৯ জন এবং খোয়াই জেলায় ১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

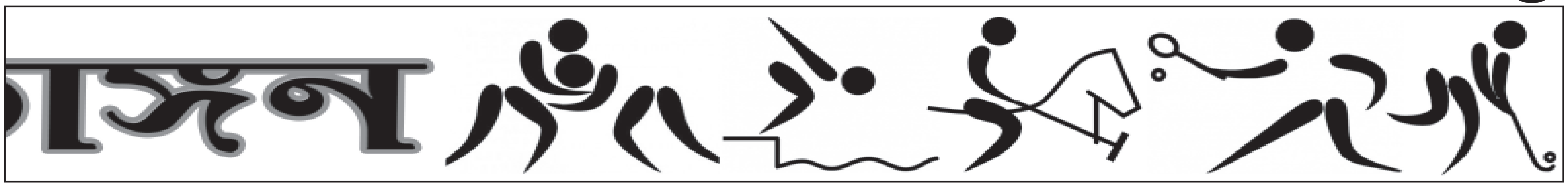

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চা পানের আসরে যোগ দেবেন অলিম্পিক্সে যাওয়া ক্রীড়াবিদরা

শুভব্রত মুখার্জি: ভারতীয় অলিম্পিক্সের ইতিহাসে টোকিও গেমসেই ভারতীয় অ্যাথলিটরা সবথেকে ভাল পারফরম্যান্স করেছেন। অন্তত মেডেল জয়ের দিক থেকে দেখলে এটিই ভারতের শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স। তা ছাপিয়ে গিয়েছে ২০১২ সালে লন্ডন গেমসের পারফরম্যান্সকেও। গেমস শেষ হওয়ার পরে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ধীরে ধীরে দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। সকলে দেশে ফেরার পরে সামনের শনিবার অর্থাত ১৪ ই অগস্ট রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ চায়ের আসরে মিলিত হবেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যে বিবৃতিতে বলা হয়েছে "ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৪ ই অগস্ট,২০২১ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি চায়ের আসরের আয়োজন করেছেন। যেখানে রাষ্ট্রপতি ভবনের কালচারাল সেন্টারে ভারতীয় অ্যাথলিটের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হবেন রাষ্ট্রপতি।"

উল্লেখ্য সদ্য শেষ হওয়া অলিম্পিক্সে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ৭টি পদক নিশ্চিত করেছেন। নীরজ চোপড়া সোনা ,মীরাবাঈ চানু ও রবি দাহিয়া রুপো, লভলিনা বোরহাইন-পিভি সিন্ধু-ভারতীয় পুরুষ হকি দল- বজরং পুনিয়া ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে ভারত এর আগে ৬টি পদক পেয়েছিল, যা তাদের এখন পর্যন্ত সেরা পারফরম্যান্স ছিল।

লর্ডসে নামল বিরাট কোহলীর ভারত চোট সারিয়ে নামলেন ময়াঙ্কও

প্রথম টেস্টের হতাশা কাটিয়ে মঙ্গলবার লর্ডসে নেমে পড়ল বিরাট কোহলীর ভারত। সবেচেয়ে ভাল খবর হল মাথার চোট সারিয়ে নেটে অনেকটা সময় কাটালেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্ট শুরু হওয়ার দুই দিন আগে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন এই ডানহাতি ওপেনার। তবে এ দিন নেটে বেশ মেজাজে ব্যাট করলেন ময়াঙ্ক। আগামী ১২ অগস্ট থেকে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। যদিও লর্ডসে ভারতের রেকর্ড কিন্তু মোটেও আহামরি নয়। ১৯৩২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই মাঠে ১৮টি টেস্ট খেলছে ভারত। এর মধ্যে জয় এসেছে মাত্র দুই বার। ১৯৮৬ সালে কপিল দেবের অধিনায়কত্বে ৫ উইকেটে জিতেছিল ভারত। এরপর মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বে ৯৫ রানে জয় পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। দুই দলের বাইশ গজের লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত মাত্র চারটি টেস্ট ড্র হয়েছিল। ফলে লর্ডস যে ইংল্যান্ডের কাছে পয়া, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শুধু জয় নয়, লর্ডসে রানের খরাও মিটিয়ে নিতে চাইবেন কোহলী। ২০১৯ সালের পর টেস্টে তাঁর শতরান নেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের দুই ইনিংসে ব্যর্থ হওয়ার পর গত টেস্টেও "গোল্ডেন ডাক"-এ সাজঘরে ফিরেছিলেন ভারত অধিনায়ক। রানের খোঁজে রয়েছেন চেতেশ্বর পূজারা ও অজিঙ্ক রহাণে।

দু"বছরের চুক্তিতে প্যারিস সাঁ-জাঁতে খেলবেন মেসি

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.): প্রাক্তন সতীর্থ নেমারের সঙ্গেই ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন লিওনেল মেসি। দু"বছরের চুক্তিতে লিগ ওয়ান ক্লাব প্যারিস সাঁ-জাঁতে সই করবেন আর্জেন্তাইন তারকা। এমনটাই জানাচ্ছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপ। প্রায় ৬১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় তিনি সই করতে চলেছেন বলে জানিয়েছে তারা। দুই বছরের জন্য হয়েছে এই চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা।

বার্সেলোনা ছাড়ার পর মেসির পিএসজি-তেই যাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি বলে জানা যাচ্ছিল। অবশেষে হচ্ছেও তাই। মেসির বাবা তথা মেসির এজেন্ট জর্জি মেসিও প্যারিসের দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে শিলমোহর দিচ্ছেন। ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপের দাবি অনুযায়ী মঙ্গলবারই প্যারিস যাবেন মেসি।আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারকে বার্সেলোনা বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছে। টুইটে একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে সপরিবারে বার্সেলোনা বিমানবন্দরে মেসি। প্যারিসে উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন তিনি। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ক্যাম্প ন্যু থেকে সরিয়ে ফেলা হল মেসির ছবি : প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনার স্টেডিয়াম ক্যাম্প ন্যু থেকে সরিয়ে দেওয়া হল লিয়োনেল মেসি ছবি। মঙ্গলবার প্যারিসের চুক্তিতে মেসি রাজি জানানোর পরেই ক্যাম্প ন্যু থেকে সরে গেল তাঁর ছবি।

মেসিহীন বার্সেলোনা। এমনটা যে হতে চলেছে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কিছু দিন আগেই। সাংবাদিক বৈঠকে সেই কথা জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মেসি। সেই বৈঠকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিসের দলে দেখা যেতে পারে তাঁকে। মঙ্গলবার প্যারিসের চুক্তিতে মেসি রাজি জানানোর পরেই ক্যাম্প ন্যু থেকে সরে গেল তাঁর ছবি।

অন্যদিকে, প্যারিস সঁ জঁ-র টুইটারের পাতায় ফুটে উঠলেন তিনি। নেমারের ইনস্টাগ্রামের পাতায় দেখা গেল দু'জনকে এক সঙ্গে। মঙ্গলবার পিএসজি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে। ১৩ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সামনে ব্যালন ডি'অর। নেমার এবং এমবাপের জার্সির মাঝে আর্জেন্টিনার পতাকা। আর্জেন্টিনার জার্সি পরা মেসি বুকে হাত রাখছেন। গোটা ভিডিয়োতে যদিও মেসির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

গুরুতর অসুস্থ নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্রিস কেয়ার্নস, রয়েছেন লাইফ সাপোর্টে

অকল্যান্ড, ১০ আগস্ট (হি.স.): জীবন যুদ্ধের সঙ্গে লড়াই করছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্রিস কেয়ার্নস। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের লাইফ সাপোর্ট ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা অপারেশন করা হয়েছে। তবে তিনি সে ভাবে সাড়া দিচ্ছেন না। জানা গেছে, গত সপ্তাহে ক্যানবেরায় তাঁর হৃদযন্ত্রের মূল ধমনীতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বর্তমানে তাঁকে এলএসইউ-তে রাখা হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ক্রিস কেয়ার্নসের ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা অপারেশন করা হয়েছে। তবে তিনি সে ভাবে সাড়া দিচ্ছেন না।তাঁকে খুব শীঘ্রই সিডনিতে নিয়ে আসা হবে। সেখানেই বিশেষ চিকিৎসকের মতামত নিয়ে তাঁর স্পেশাল চিকিৎসা চলবে। ইতিমধ্যেই তাঁর আরোগ্য কামনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলেই বিশেষ বার্তা দিচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের বয়স বর্তমানে ৫১ ছুঁয়েছে। ক্রিস কেয়ার্নস হলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ক্রিকেটার ল্যান্স কেয়ার্নসের পুত্র। ক্রিস নিজেও একজন অসাধারণ অলরাউন্ডার ছিলেন। ডানহাতি ব্যাটসম্যান হওয়ার পাশাপাশি তিনি মিডিয়াম পেস বোলিংও করতেন। তিনি একটা সময় কিউয়িদের বড় ভরসা ছিলেন। ক্রিস কেয়ার্নস নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ১৯৮৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খেলেছেন। নিউজিল্যান্ডের হয়ে তিনি ৬২ টেস্ট ম্যাচ, ২১৫টি একদিনের ম্যাচ এবং জোড়া টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। একটা সময় ক্রিস কেয়ার্নসের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। যদিও ২০১৫ সালে লন্ডন আদালত তাঁকে এই মামলা থেকে অব্যহতি দিয়েছিল। বর্তমানে গোটা ক্রিকেট মহল ক্রিস কেয়ার্নসের আরোগ্য কামনা করছেন।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আসন্ন সিনসিনাটি ওপেনে খেলবেন না জকোভিচ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): নিজেকে চাঙ্গা করতে আসন্ন সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন নোভাক জকোভিচ। তবে এবার সিনসিনাটি ওপেন অংশগ্রহণ না করলেও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলবেন জকোভিচ। মঙ্গলবার নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন এক নম্বর টেনিস তারকা।

টোকিওয় অলিম্পিক্স পদক হাতছাড়া করে গ্লোডেন স্ল্যাম জেতার সুযোগ হারিয়েছেন নোভাক জকোভিচ। দীর্ঘ সময় সার্কিটে কাটানোর পর অলিম্পিক্সের শেষ দিকে কার্যত ক্লান্ত দেখিয়েছে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাকে। সেই কারণেই আসন্ন সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন নোভাক জকোভিচ। মঙ্গলবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে সার্বিয়ান তারকা জানান, 'সকল নোল ভক্তকে আমি জানাতে চাই, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে টোকিওয়র দীর্ঘ যাত্রার পর শারীরিকভাবে নিজেকে চাঙ্গা করতে আমার আরেকটু সময় লাগবে। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, আমি এ বছরের সিনসিনাটি ওপেনে অংশগ্রহণ করতে পারব না।'

গত বছর নোভাক নিজের কেরিয়ারের দ্বিতীয় সিনসিনাটি ওপেন জেতেন। করোনার কারণে গতবছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন আয়োজনকারী ফ্ল্যাশিং মেডোয় পরপর দুই হার্ড কোর্ট ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। দু"টিই জিতে নেন জকোভিচ। তবে এবার সিনসিনাটি ওপেন অংশগ্রহণ না করলেও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলবেন জকোভিচ।

সেকথা নিশ্চিত করে জোকার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'আমি সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেই ফোকাস করতে চাই এবং আপাতত নিজের পরিবারের সঙ্গে অধিক সময় কাটাতে ইচ্ছুক। সকলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে দেখা হওয়ার অধীর আগ্রহে রয়েছি।'

Ref: No.F.3 (5-17)/PROC/IEC/TSACS/2021-22
Tripura State AIDS Control Society
Expression of Interest

Sealed Quotation in two (2) bid system is hereby invited by the Project Director, Tripura State AIDS Control Society (TSACS) from resourceful , reliable and experienced Agencies/ Owners /or their authorized Agencies or any Professional Agency for the **"Social Media Campaign"** to display, promote messages on HIV/AIDS via social media. The detail information, terms & conditions and description, specification may be collected from the office of the undersigned (from Procurement section) on any working day between 11 a.m. to 4 p.m. till 23rd August, 2021 or the same can be downloaded from the website health.tripura.gov.in . The last date of submission sealed quotation is up to 4-00 p.m. of 25th August 2021 and will be opened on next working day at 3 p.m, if possible.

(Dr. Tanusree Chakraborty)
I/c. Project Director
Tripura State AIDS Control Society
Agartala:Tripura.

Gomati Cooperative Milk Producers' union Ltd.
Agartala Dairy: P.O Indranagar: Agartala 799006, Tripura
Phone (0381)235-0419/3524, Fax (0381) 2358430
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com
web : http//gomatimilkunion.com
GMU/SWEETS BOX/2021-22/2116 Dated 09,08.2021

SHORT OUOTATION NOTICE

Separate Short Quotation is invited for each item from bonafide Indian suppliers/ reputed Manufacturer for supply of **Different Size Sweets Box** for Gomati Cooperative Milk Producers 'Union Ltd, Agartala Dairy: P.O. Indranagar: Agartala 799006. Tripura West. Interested Indian Suppliers/ reputed Manufactures are requested to submit their rate inclusive all taxes within **24.08.2021 till 05.00 p.m** by courier and speed post superscribing **"QUOTATION FOR SWEETS BOX etc"** addressing Chief Managing Director with above office address. This offer will be opened on **25.08.2021 at 03.00p.m, or next working day.** For details kindly visit notice board of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. and Visit Website of GCMPUL (www.gomatimilkunion.com)

Chief Managing Director

টোকিওতে তিরন্দাজি কম্পিটিশনে গুরুদায়িত্ব সামলালেন বঙ্গসন্তান ইন্দ্রনীল

টোকিও গেমসে যেমন একাধিক বাঙালি অ্যাথলিট অংশ নিয়েছিলেন ঠিক তেমনভাবে উপস্থিত ছিলেন বাঙালি বিচারকও। যাদের উপর লাইমলাইট সেভাবে এসে না পৌঁছালেও তাদের হাত ধরেও দেশ সমানভাবে গর্বিত হয়েছে। টোকিও গেমসে ভারত তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা থেকে সে ভাবে সাফল্য পায়নি।

দীপিকা কুমারি, অতনু দাসদের হাত ধরে ভারত এই গেমস থেকে একেবারেই সাফল্য পায়নি। তবে এই তিরন্দাজিতেই এক ভারতীয় তথা বাঙালি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিচারক হিসেবে টোকিওতে অংশ নিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল দত্ত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ইন্দ্রনীল দত্ত দীর্ঘদিন ধরে বলা ভাল দীর্ঘ এক দশক ধরে তিরন্দাজির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ইন্দ্রনীল নিজে তিরন্দাজিতে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। বিগত ১১ বছর ধরে তিনি এই খেলার বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে জীবনে এই প্রথম সরাসরি অলিম্পিক্সের মঞ্চে বিচারকের দায়িত্ব সামলানোর সুযোগ পেলেন।

২০১৫ সাল থেকে আর্চারি ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ইন্দ্রনীল দত্ত। প্রতি বছরই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লেভেলে তিরন্দাজি প্রতিযোগীতায় বিচারকের পাশাপাশি রেফারির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। ওয়ার্ল আর্চারি ফেডারেশনের প্রথম পাঁচজন বিচারকের মধ্যেও রয়েছেন ইন্দ্রনীল দত্ত। সেখানে থেকেই একদিন হঠাত করেই ভারতের হয়ে অলিম্পিক্সে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে কাজের সুযোগ এসে যায় ইন্দ্রনীল দত্তের সামনে।

২০১৯ সালে গিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে প্রতিযোগিতা চলাকালীন তিনি বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

গেমস ভিলেজে অ্যাথলিটদের সঙ্গে প্রায় এক সাথেই তার থাকার অভিজ্ঞতাও অসাধারণ। তবে দর্শকশূন্য ভাবে ম্যাচগুলো আয়োজিত হওয়ার ফলে কিছুটা হলেও প্রতিযোগিতার আকর্ষণে প্রভাব পরেছিল সে কথাও তিনি মেনে নেন। তবে টোকিওতে এক ভিন্ন ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ইন্দ্রনীল দত্ত।

আবারও আমরা একসঙ্গে: মেসিকে নিয়ে নেইমার

কদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল, দিনের শুরু থেকেই তা আরও জোরালো হয়। বার্সেলোনা থেকে লিওনেল মেসি পরিবারসহ ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পিএসজিতে তার যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে আরও। নেইমারের 'আবারও একসঙ্গে' লেখা ছোট্ট বার্তায় বাকি অনিশ্চয়তাটুকুও যেন মিটে গেল। প্রিয় বন্ধুর সাথে আবারও একসঙ্গে খেলার ইচ্ছের কথা আগে থেকেই জানিয়ে আসছেন নেইমার। এবার সেই সুযোগ আবারও পেতে যাচ্ছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।মঙ্গলবার ইনস্ট্রাগ্রামে স্টোরিতে মেসির সঙ্গে বার্সেলোনায় খেলার সময়ের একটি ছবি দিয়ে নেইমার লিখেছেন, "আবারও আমরা একসঙ্গে।" ২০১৩ সালে বার্সেলোনায় যোগ দেন নেইমার। পরের চার বছরে ক্লাবটির হয়ে লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ছাড়াও জিতেছিলেন অনেক শিরোপা। এই সময়ে মেসি, নেইমার ও লুইস সুয়ারেসকে নিয়ে গড়া কাতালান ক্লাবটির আক্রমণ ত্রয়ী ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা। ২০১৭ সালে ট্রান্সফার ফি'র নতুন রেকর্ড গড়ে বার্সেলোনা থেকে ফ্রেঞ্চ জায়ান্ট পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। এবার সেখানে যোগ হচ্ছে মেসির নাম।

PRESS *NOTICE INVITING* e-TENDER NO:- 08/EE/LTV(PWD)/M/2021-22 Dated. 07/08/2021

The Executive Engineer, PWD(R&B) ITV Division, Mamu, Dhalai, Invites on behalf of the 'Governor of Tripura" **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate ciass registered with PWD/TTAADC/MES/CDWD/Raiiway/Other **State** PWD **up to 3.00 P.M.** on **31-08-2021** for the following work:-

Sl No	DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time/Period
1	17/DNIT/SE-V/PWD/AMB/2021-22	Rs. 37,81,999.00	Rs. 37,820.00	180 days
2	18/DNIT/SE-V/PWD/AMB/2021-22	Rs. 40,08,685.00	Rs. 40,087.00	180 days
3	19/DNIT/SE-V/PWD/AMB/2021-22	Rs. 77,74,166.00	Rs. 77,742.00	180 days
4	20/DNIT/SE-V/PWD/AMB/2021-22	Rs. 51,49,271.00	Rs. 51,493.00	180 days

- Last date &time for document downloading and bidding : 31.08.2021 up to 3.00 PM
- Date and time for opening of Bid: -31.08.2021 at 4.00 PM (if Possible)
- Bid fee *@ Rs. 1000.00 for* Sl. No. 1 & 2 and @Rs.2,500.O0 for Sl.No.3 & 4 (Non refundable).

All tender are available in the Website : www.tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Sd/- (Er. P. Debbarma)
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

ICA-C-1701/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক বিগত ২৮/০৬/২০২১ ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিমূলে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষ এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য যে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল তাহা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০/০৮/২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

➢ যে সকল ছাত্র/ ছাত্রী কমপক্ষে ২(দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২১ সালে প্রথমবর্ষে ভর্তি হয়েছে এবং মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তির জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন।

➢ National scholarship portal এ State level verification এর পর Post-Matric Scholarship জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অবশ্যই নূন্যতম ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবলমাত্র সেই সকল ছাত্র/ছাত্রীরাই এই সহায়তার জন্য তাদেরকে নিম্নোক্ত Bio Data সহ আগামী ২০/০৮/২০২১ইং তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত তারিখের মধ্যে কোন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করতে না পারলে দপ্তর দায়ী থাকবে না।

(1) NSP Application ID & Applicant Name, (2) Father's Name, (3) Address, (4) Name of Present Proffesional Course, (5) Name of Current Institute & Current Year (6) % of marks Secured - i) Madhyamik (ii) Name of Board, (7) % of Marks Secured - (i) H+2 Stage, (ii) Name of Board, (8) Date of Birth (9) Ration Card No, (10) Aadhar Card No, (11) Mobile No, (12) Sub-Division (13) Name of Municipal Corpn./Council/Nagar Panchayat & Ward No, (14) Name of Block & GP (15) Bank Account Details - (i) Bank Name , (ii) Branch Name, (iii) Account No, (iv) IFS Code No. (16) College Identity Card/others.

➢ এককালীন সহায়তার মোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার অর্থরাশি দুই কিস্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়া হবে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথমবর্ষের উত্তীর্ণের প্রমাণপত্র দাখিলের পর।

➢ উক্ত এককালীন সহায়তা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য প্রার্থীদের কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

➢ অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে এককালীন সহায়তা প্রদানের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। সম্পূর্ণ মেধার উপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও নির্ধারিত হবে। তবে এক্ষেত্রে মোট আসন সংখ্যার ৮০ শতাংশ ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করা হবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (TBSE) এবং ২০ শতাংশ কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ (CBSE/ICSE) এবং অন্যান্য পর্ষদ থেকে পাশ করা ছাত্র/ছাত্রীদের থেকে নেওয়া হবে।

➢ বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে সমস্ত পাঠ্যক্রমে (Course) উক্ত প্রকল্পের অধীন এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য আবেদন করা যেতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

1) Auxiliary Nurse Midwifery (ANM), 2) Diploma (Nursing)-2 Years, 3) General Nursing Midwifery G.N.M), 4) Bachelor of Science in Nursing (Nursing)-2 Years, 5) BSC (Post Basic Nursing Regular Mode), 6) Bachelor of Science in Nursing (Nursing)-4Years, 7) M.SC (Nursing), 8) B.SC (Agriculture), 9) Bachelor of Ayurved Medicine & Surgery(Ayurveda)-6Years, 10) B.Tech (Computer Science & Engineering), 11) Bachelor of Engineering (Civil Engineering), 12) Bachelor of Engineering (Computer Science & Engineering), 13) Bachelor of Engineering (Mechanicall Engineering), 14) Bachelor of Technology (Civil Engineering) (Lateral Entry), 15) Bachelor of Technology (Civil Engineering), 16) Bachelor of Technology (Computer Science and Engineering -Lateral Entry), 17) Bachelor of Technology (Electrical Engineering) (Lateral Entry), 18) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), 19) Bachelor of Technology (Mechanical Engineering), 20) Bachelor of Computer Application(BCA), 21) Bachelor of Technology (Electronics and Communication Engineering(ECE)), 22) Bachelor of Technology (Electronics and Communication Engineering) (Lateral Entry), 23) Bachelor in Medical Radio Diagnosis & Imaging Technology (BMRIT), 24) Bachelor in Medical Technology-Opration Theatre (BMT-OT), 25) Bachelor in Radiotherapy Technology (BMRT), 26) Bachelor of Optometry, 27) Bachelor of Physiotherapy (Physiotherapy), 28) Bachelor of science (Medical Lab Technology), 29) Bachelor of Science (Dialysis Therapy), 30) Bachelor in Hospital Management (BHM), 31) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S)-5 Years, 32) Bachelor of Education (B. Ed Education), 33) Bachelor of Physical Education (B.P.ED), 34) Post Graduate Diploma (Physical Education), 35) Primary Teachers Training (B. ED)-2Years, 36) Primary Teachers Training (D. ED)-2 Years, 37) Bachelor of LAW(LL.B), 38) Bachelor of ARTS and Bachelor of LAW(BABL), 39) Bachelor of Veterinary Science & Animal Husbandary (Veterinary & Animal Sciences), 40) Diploma (Civil Engineering)-3 Years, 41) Diploma (Electrical Engineering)-3 Years, 42) Dilploma (Electronics & Telecommunication Engineering)-3 Years, 43) Diploma (Computer Science & Engineering)-3Years, 44) Diploma(Pharmacy (D.Pharmacy)-2 Years, 45) Master of Business Administration (M.B.A), 46) Master of Physical Education (MPED Physical Education).

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ওয়েবসাইট ঃ-www.obcw.tripura.gov.in দূরভাষ নম্বর ঃ (০৩৮১)২৩২-৯০৩৪

ICA-D-626/2021-22

সহকারী অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

'হাতে টাকা, ঘরে খাবার... এই সরকার বার... বার...'বলে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিনন্দন র‍্যালী ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের। ছবি নিজস্ব।

লক্ষ্য আত্মসমর্পণ, ভুটানের জঙ্গল থেকে এনএলএফবি-র ২১ জনের তৃতীয় দল কোকরাঝাড়ে

কোকরাঝাড় (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে বড়োল্যান্ডের নবগঠিত উগ্রপন্থী সংগঠন 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড' সংক্ষেপে এনএলএফবি-র ২১ জনের সক্রিয় ক্যাডারের তৃতীয় দল আজ মঙ্গলবার সকালে অসমের বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাড়বাড়িতে এসেছে। এনএলএফবি-র প্ল্যাটুন কামান্ডার বি জাংখ্রিথাইয়ের নেতৃত্বে হাতে হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভারতীয় সেনা পোশাক পরে খোলা আকাশের নীচে তারা এসেছে।

আজ সকালে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ঝাড়বাড়িতে জঙ্গল-ফেরত উগ্রপন্থীদের স্বাগত জানান শিঙিমারি গ্রামের বিপুল সংখ্যক জনতা। তাঁরা জলের বোতল এবং ফুল দিয়ে তাদের স্বাগত জানান। এনএলএফবি-র বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ক্যাডারও তাদের সহকর্মীদের মূলধারায় স্বাগত জানান। 'এনএলএফবি জিন্দাবাদ', 'জৈ বড়ো হারিনি জৈ' ধ্বনিতে এলাকার বাতাস গরম করে তুলেন জনতা।

প্রসঙ্গত, গত ৮ আগস্ট ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ঝাড়বাড়ির ঘন জঙ্গল থেকে ৩২ জন ক্যাডার এসেছিলেন। আজ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পর্বতঝড়ার শিঙিমারি গ্রামে হাতে হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ২১ জনের তৃতীয় দল মূল স্রোতে শামিল হতে এসেছে। উল্লেখ্য, গত ২২ জুলাই ২৩ জন ক্যাডারকে সঙ্গে নিয়ে অসম সরকারের কাছে অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন এনএলএফবি-প্রধান বিনোদ মুশাহারি ওরফে এম বাথা।

প্রথমে ২৩ জন, দ্বিতীয় দফায় ৩২ জন এবং আজ অর্থাৎ তৃতীয় দফায় ২১ জনকে নিয়ে এনএলএফবি-র মোট ৭৬ জন ক্যাডার সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে জঙ্গল থেকে খোলা আকাশের নীচে এসেছে। তবে এখনও ১২৪ জন ক্যাডার আসার অপেক্ষা, জানান সদ্য আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনের ভাইস-চেয়ারম্যান বি বোকো। তিনি জানান, বাকি ক্যাডাররা স্বাধীনতা দিবসের আগে ওদালগুড়ি এবং শোণিতপুর জেলার কোনও স্থানে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবেন। বি বোকো আরও জানান, সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতাকারী পৃথ্বীরাজ নারায়ণদেব মেচ।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবল সমর্থক সংঘ ঃ দত্তাত্রেয় হোসবালে

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): সংঘ বরাবরই সংরক্ষণের সমর্থক এবং যতদিন সমাজে বৈষম্য থাকবে ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। মঙ্গলবার একথা বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) দত্তাত্রেয় হোসবালে।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত "মেকারস অফ মডার্ন দলিত হিস্ট্রি" বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেন, ' আমি এবং আমার সংগঠন কয়েক দশক ধরে সংরক্ষণের সমর্থক। আমরা বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছি যে, যতদিন দেশে সমাজের যে কোন শ্রেণীর মানুষ বৈষম্য অনুভব করবে, ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ প্রয়োজন।

সরকার্যবাহ এও বলেন, দলিত সম্প্রদায়ের অবদান নিয়ে গর্বিত আলোচনা ছাড়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস ভুল এবং অসম্পূর্ণ হবে। "মেকারস অফ মডার্ন দলিত হিস্ট্রি" বইটির রচয়িতা হলেন সুদর্শন রামবর্ধন এবং গুরুপ্রকাশ পাসওয়ান, যারা এই বইয়ে দেশের ইতিহাস ও সমাজ জীবনে দলিতদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

হোসবালে আরও বলেন যে, সংঘের জন্য সামাজিক সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার রাজনৈতিক কৌশল নয়, আমাদের বিশ্বাসের বিষয়। তিনি বলেন সংরক্ষণ একটি "ইতিবাচক পদক্ষেপ" (সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রণোদনা)। পুণর্মিলন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একসঙ্গে চলা উচিত। তিনি বলেন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করা মহাপুরুষদের দলিত নেতা হিসেবে প্রচার করা ঠিক নয়, কারণ তারা সমগ্র সমাজের নেতা।

তিনি বলেন, যখন দেশে তফসিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়, তখন নিশ্চিতভাবেই সংরক্ষণের প্রশ্ন ওঠে। সংঘ সংরক্ষণকে সমর্থন করে আসছে। যখন অনেক শিক্ষাগত ক্যাম্পাসে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়, তখন আমরা সংরক্ষণের সমর্থনে সংকল্প গ্রহণ করি এবং সেমিনার আয়োজন করি।

রাজ্যসভায় অনুপস্থিত বিজেপি সাংসদদের নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী চাইলেন তালিকা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): রাজ্য রাজ্যসভায় বিল পাশের সময় বিজেপি সাংসদদের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দলীয় বৈঠকে এবিষয়ে তাঁকে হতাশা ব্যক্ত করতে দেখা যায়। কোন কোন সাংসদ সোমবার বিল পাশের রাজ্যসভায় উপস্থিত ছিলেন না, তা জানতে চেয়েছেন তিনি।

এই সপ্তাহেই শেষ হচ্ছে এবারের বাদল অধিবেশন। তার আগে মঙ্গলবার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারের অধিবেশন চলাকালীন এটাই শেষ বৈঠক। সেখানেই সোমবার বিল পেশের সময় রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদদের অনুপস্থিতি নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন। সোমবারই রাজ্যসভায় সাংসদদের অনুপস্থিতির বিষয়টি নজরে এসেছিল বিজেপি নেতৃত্বের। এরপরই দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দেওয়া হয়, মঙ্গল ও বুধবার সকলকেই রাজ্যসভায় উপস্থিত থাকতে হবে। এরপর মঙ্গলবারই অনুপস্থিত সাংসদদের তালিকা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর কাছে ওই তালিকা চেয়ে বলেন, যদিও বিরোধীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তবুও উপস্থিত বিজেপি সাংসদদের সংখ্যা যেহেতু কমই ছিল তাই এবিষয়ে নজরে রাখা দরকার।

১৪৭-দিন পর সংক্রমণ কমে ২৮,২০৪ ভারতে সুস্থতা ৯৭.৪৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা ৪০০-র নীচে নেমে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ হাজার ২০৪ জন, ১৪৭-দিন পর ভারতে এতটা কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩৭৩ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪১,৫১১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৫ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮৮,৫০৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩, ৬৮০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,১১, ৩১৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২৮,২০৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৫৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩,৬৮০ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৫১.৪৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫১, ৪৫,০০,২৬৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৪,৯১,৬৪৭ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৭৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৮,৬৮২ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৫১১ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১১,৮০,৯৬৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫১ কোটি ৪৫ লক্ষ ০০ হাজার ২৬৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

বাঁদরের শরীরে বঙ্গভ্যাক্স টিকার ট্রায়াল শুরু বাংলাদেশে

ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে আছড়ে পড়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে বাঁদরের শরীরে ভ্যাকসিন ট্রায়ালের অনুমোদন পেল বাংলাদেশের দেশীয় ভ্যাকসিন 'বঙ্গভ্যাক্স'। ১ অগাস্ট থেকে এই ট্রায়াল শুরু হয়েছে চলবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, রাজধানী ঢাকার অদূরে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক থেকে ৫৬টি বাঁদর ধরে আনা হয়েছে।

এরপর তাদের শরীরে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান 'গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড' এর করোনা টিকা বঙ্গভ্যাক্সের ট্রায়াল শুরু হয়েছে। ট্রায়ালে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে হিউম্যান ট্রায়ালের জন্য বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের কাছে আবেদন করবে গ্লোব গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড।

সোমবার একথা জানিয়েছেন গ্লোব বায়োটেকের কোয়ালিটি অ্যান্ড রেগুলেটরি অপারেশনসের ব্যবস্থাপক মহম্মদ মহিউদ্দিন। জানা গিয়েছে, গত ২২ জুন গ্লোব বায়োটেককে চিঠি দিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আগে বাঁদর অথবা শিম্পাঞ্জির ওপর টিকার ট্রায়াল করতে বলে বিএমআরসি।

ফেরাতে হবে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা, জম্মু-কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ ভোট চাইলেন রাহুল

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি.স.): সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর এই প্রথম জম্মু-কাশ্মীরে গিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার শ্রীনগরে কংগ্রেস কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখার সময় রাহুল বললেন, জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি আমরা। আমরা চাইছি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক জম্মু ও কাশ্মীরে।

দু"দিনের সফরে রাহুল গান্ধী এখন কাশ্মীর উপত্যকায় রয়েছেন। সোমবার রাতেই শ্রীনগরে আসেন রাহুল গান্ধী, মঙ্গলবার সকালে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় মাতা খীর ভবানী মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন রাহুল গান্ধী। এদিন সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে টুলমুল্লা গ্রামের মাতা খীর ভবানী মন্দিরে পৌঁছন রাহুল। রাহুলের সঙ্গে এদিন টুলমুল্লা গ্রামে যান প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদও।

সেখান থেকে রাহুল পৌঁছন শ্রীনগরে। হজরতবল মসজিদেও যান তিনি। পরে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেছেন রাহুল গান্ধী। কার্যালয় উদ্বোধনের পর জম্মু-কাশ্মীরের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল। কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখার সময় রাহুল এদিন বলেছেন, 'জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি আমরা। আমরা চাইছি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক জম্মু ও কাশ্মীরে।'

শিলং শহরে বোমা বিস্ফোরণ, আহত দুই মহিলা, ঘটনার দায় স্বীকার এইচএনএলসি-র

শিলং, ১০ আগস্ট (হি.স.) : এক বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের লাইটুমখ্রা বাজার এলাকা। এ ঘটনায় দুই মহিলা জখম হয়েছেন বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ। এদিকে ঘটনার দায় স্বীকার করেছে 'হাইনেউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল' (এইচএনএলসি) নামে মেঘালয়ের এক জঙ্গি সংগঠন।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১:১৮টা নাগাদ এই বিস্ফোরণ সংগঠিত হয়েছে। বিস্ফোরণে দুই মহিলা জখম হয়েছেন। তাঁদের একজন লাইটুমখ্রা বাজারে একটি চায়ের দোকান মালিক। আহত মহিলাদের নিকটবর্তী নাজারাত হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ আচমকা কানফাটা বিকট শব্দ করে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কালো ধোয়ায় এলাকা আচ্ছন্ন করে তুলে। বিস্ফোরণের ফলে লাগোয়া ঘরের ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি ঘরের জানালার কাচও ভেঙে গেছে। তাঁরা জানান, আচমকা বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি, দৌড়ঝাঁপ।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে আসে অকুস্থলে। ছুটে আসেন পূর্ব শিলঙের বিধায়ক আম্পারিন লিংডো। পুলিশের শীর্ষ অফিসারদের সঙ্গে বিস্ফোরণস্থল পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। তবে ঘটনা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য দেননি বিধায়ক লিংডো। এ ব্যাপারে অবশ্য পুলিশও এখনও মুখ খুলছে না। তবে জানা গেছে, 'হাইনেউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল' নামে মেঘালয়ের এক জঙ্গি সংগঠন ঘটনাকে আইইডি বিস্ফোরণ বলে দাবি করে এ ঘটনার দায় তারা স্বীকার করেছে।

কংগ্রেসের তিন নেতা বহিস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যদি পৌরসভার নির্বাচন নিয়ে রাজ্য সরকার কোন ধরনের সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে প্রদেশ কংগ্রেস হাইকোর্টে যাবে। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। তবে তিনি এদিন আরো বলেন সম্প্রতি দল বিরোধী কাজের জন্য আগামী ছয় বছরের জন্য কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দেবনাথ, ছামনু ব্লক কংগ্রেস কমিটি রহিম মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক বিদ্যামোহন চাকমাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

দাবানলে পুড়ছে গ্রিস, প্রতিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

এথেন্স, ১০ আগস্ট (হি.স.): ভয়াবহ দাবানল গ্রাস করছে গ্রিসের বনাঞ্চল। এই দাবানল মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাইলেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিটসোটাকিস। তিনি বলেছেন, 'মানুষ হিসেবে যা করা সম্ভব, তার অনেক কিছুই হয়তো আমরা করেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারিনি।'

মঙ্গলবার বিবিসির খবরে বলা হয়, দাবানল ইস্যুতে টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাদের ঘরবাড়ি বা সম্পদ পুড়েছে, তাদের কষ্ট আমি বুঝি। এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

কিরিয়াকোস বলেন, দাবানল মোকাবিলায় কোনও ধরনের ব্যর্থতা থাকলে তা চিহ্নিত করা হবে। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের কর্মীরা এই ভয়ংকর শক্তির দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন। তবে দাবানলের শক্তি অগ্নিনির্বাপককর্মীদের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি।

কিরিয়াকোস যখন এসব কথা বলছেন, তখন গ্রিসের দাবানল ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। দেশটির এভিয়া দ্বীপের পাইনগাছের জঙ্গলের একটা বড় অংশে আগুন জ্বলছে। অনেক বাসিন্দা ও পর্যটককে দ্বীপটি থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে কয়েক শ অগ্নিনির্বাপণকর্মী। পর্যটনের জন্য জনপ্রিয় এই দ্বীপে গতকাল সোমবারও আগুন নেভাতে অগ্নিনির্বাপণকর্মী ও স্থানীয় লোকজনকে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে দেখা গেছে।

এভিয়ার উত্তর অংশের দাবানলের আগুন সৈকতের গ্রামগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন গ্রিসের নাগরিক সুরক্ষাবিষয়ক উপমন্ত্রী নিকোস হার্দালিয়াস। তিনি বলেন, এভিয়ায় বড় ধরনের আগুন জ্বলছে দুই দিকে। একটি উত্তরে, অন্যটি দক্ষিণে। আগুন নেভাতে অগ্নিনির্বাপণকর্মীদের পাশাপাশি এক ডজনের বেশি উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার কাজ করছে।

৫১.৪৫-কোটি ছাড়াল টিকাদান

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ৫১.৪৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৫৪.৯১-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫১,৪৫,০০,২৬৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৪,৯১,৬৪৭ জনকে। ভারতে ৪৮.৩২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা।

পাইপের মাধ্যমে রান্নাঘরে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টারত সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): পাইপের মাধ্যমে রান্নাঘরে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টারত কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের মহিলাদের আশ্বস্ত করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'রান্নাঘরে জলের মতো গ্যাসও যাতে পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হয়, সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টারত সরকার।' এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের মাহোবা থেকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ২.০-র শুভারম্ভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশের মাহোবাতে মহিলা সুবিধাভোগীদের হাতে এলপিজি কানেকশন তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন সুবিধাভোগী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কাঠের উনুন নয়, দেশের প্রতিটি বাড়িতে থাকা উচিত এলপিজি স্টোভ।'

আক্ষেপ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা যদি বিগত সাড়ে সাত দশকের অগ্রগতির দিকে তাকাই, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করব, কিছু ক্ষেত্রে অনেক আগেই পরিবর্তন করা যেত। বাড়ি, বিদ্যুৎ, জল, শৌচালয়, গ্যাস, সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল, এমন অনেক মৌলিক চাহিদা রয়েছে, এ সবের জন্য কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে দেশবাসীকে, যা ভীষণ দুঃখজনক।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের মেয়েরা ঘর ও রান্নাঘরের বাইরে বেরিয়ে তখনই রাষ্ট্রনির্মাণে ব্যাপক অবদান রাখতে পারবেন, যখন ঘর ও রান্নাঘরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হবে। বোনেদের স্বাস্থ্য, সুবিধা ও ক্ষমতায়নের এই সঙ্কল্পকে উজ্জ্বলা যোজনা অনেক বেশি জোর দিয়েছে। প্রকল্পের প্রথম দফায় ৮ কোটি গরিব, দলিত, বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া, আদিবাসী পরিবারের বোনেদের বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রকল্পে ২ কোটির বেশি দরিদ্রদের পাকা ঘর তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত অধিকাংশ ঘরের মালিকানা মহিলাদের।' সুবিধাভোগী মহিলাদের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আপনাদের রান্নাঘরে জলের মতো গ্যাসও যাতে পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হয়, সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টারত সরকার। তা গ্যাস সিলিন্ডারের চেয়ে অনেক সস্তা হবে। উত্তর প্রদেশ-সহ পূর্ব ভারতের অনেক জেলায় পিএনজি সংযোগ প্রদানের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।